"মুজিব বর্ষের আহবান
সেবায় মিলবে পরিত্রাণ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
(গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা)
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
www.dss.gov.bd

নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০২০.১৬.০০৪.১৯.৬৯৭

তারিখ: ৯০ কার্তিক ১৪২৮ / ২৬ অক্টোবর ২০২১

বিষয় : ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন এর তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের ৪১.০১.০০০০.০২৪.১৪.০০৩.২০.১৫ সংখ্যাক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সমাজসেবা অধিদফতরের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের তথ্যাদি সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

শেখ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক
ফোন: ৫৫০০৭০২৪
ফ্যাক্স: ৪৮১১৮৫৭১
ই-মেইল: dg@dss.gov.bd

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Deskton/Mahabub/Forwading

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২১

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.dss.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২১

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.dss.gov.bd

প্রকাশনায়

সমাজসেবা অধিদপ্তর

সমাজসেবা ভবন
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্স: +৮৮০২ ৫৫০০৬৫৯৫/৫৫০০৭০২০
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৩৭৫
Web: www.dss.gov.bd
ই-মেইল: info@dss.gov.bd

সম্পাদনায়

গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

প্রকাশকাল

কার্তিক ১৪২৮/ অক্টোবর ২০২১

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণী	পৃষ্ঠা
১	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি	১
২	প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা	২
৩	দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম	৬
৪	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম	১৮
৫	সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন	২৮
৬	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন	৩৪
৭	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	৪২
৮	সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম	৫৫
৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন	৫৯
১০	গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম	৬৮
১১	সমাজসেবায় ইনোভেশন	৬৯
১২	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	৭১
১৩	তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি	৭৮
১৪	মুজিববর্ষ উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ	৮০
১৫	কোভিড-১৯ কালীন গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	৮৩

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
সমাজসেবা অধিদপ্তর

১.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর এদেশে মহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুঃস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলস ভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২ টি কার্যালয়। ৫২ টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সেবার বৈচিত্র।

১.১ ভিশন
সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।

১.২ মিশন
উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা

২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রম

২.১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	সদর কার্যালয়	১
২	বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	৮
৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৬৪
৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৯২
৫	অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান	৪৬৭
	মোট	১০৩২

২.২ সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১২৪২	৬৯২	৬৫০০	৪৪৪৫	১০৬	১১৬২	২৮১	৫৪৩৪	৪১৩৮	১০৬

শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮০	৪১১	১০৬৬	৩০৭	০	১২,৯৮৫	১১,১২১	১,৮৬৪

(১) প্রশাসনিক: কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১২,৯৮৫	১১,১২১	১,৮৬৪	

(২) শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন- ডিসি/এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৮০	৪১১	১০৬৬	৩০৭	১,৮৬৪

২.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৬	৯২	২১৮	৮৭	৫৭১	৬৫৮	

২.৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ৮৭ টি ১ম শ্রেণির সমাজসেবা অফিসার/ সমমান পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান;
- বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২০টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন;
- ৩য় শ্রেণির ১১০ জন কর্মচারিকে ১১০ টি সহকারি সমাজসেবা অফিসার (২য় শ্রেণি) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের হোস্টেল এর জন্য রাজস্বখাতে ২ ক্যাটাগরির ৩৬ টি পদ সৃজন;
- ১৬ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান;
- বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩ সংশোধনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ২১৮ টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৭১ টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সর্বমোট ০২ জনকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩২ টি পদে আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭০৬ জনের চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১২ জনের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৯২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; ও
- ৩য় শ্রেণির সমাজকর্মী (ইউনিয়ন) পদের ৬৯৬ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।

২.৫ শৃঙ্খলা ও তদন্ত

বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০২০-২১) শুরুতে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরে মামলা দায়ের	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		চাকুরিচ্যুতি / বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৯	৪৬	০১	১০	১০	২১	১১৪	

২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৮৯ টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা ৪৬ টিসহ মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১৩৫ টি। তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ২১ টি। মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১৪ টি।

২.৬ অডিট

- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান ও ব্রডশীট জবাব প্রেরণ;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৮৫ টি অডিট আপত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ৫২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬০৯ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ১২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন আপত্তি ৪৯ টি যোগ হওয়ায় মোট ২২৫ টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা;
- আগামী বছরে ৩ টি দ্বিপক্ষীয় ও ৩ টি ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে।

দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

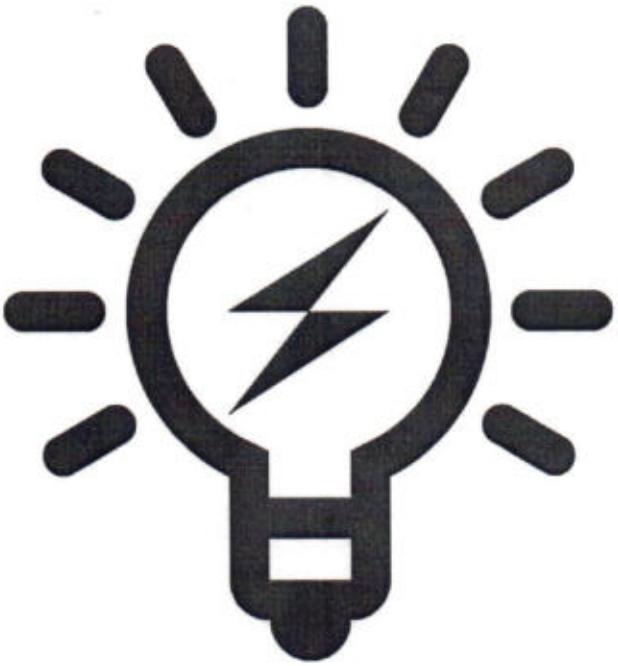

৩.০ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

৩.১. পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।

পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচিভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে **সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৫৫৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৮২ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ : ৫৪৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৪২১ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের পরিমাণ : ৪৭০ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের পরিমাণ : ৪৮৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের হার : ৯৬%
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৯৬২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের অর্থ আদায়ের হার : ৮৮%
- শুরু হতে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা : ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৫১১ টি পরিবার

২০২০-২০২১ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য			ঋণগ্রহিতার সংখ্যা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য			আদায়ের হার
	৩২৫৭.০০ (লক্ষ টাকা)	পনু:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	(জন)	বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পুন:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	(শতকরা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	৪৫০৮.৪৯	৩১৪০.৬৯	৭৬৪৯.১৮	২৮৫১৮৪	৬৫৮৩.০৩	৬৮৪০.৮১	১৩৪২৩.৮৪	৯০%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন)	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান (জন)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (জন)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ (জন)	সামাজিক বনায়ন (টি)
১০	১১	১২	১৩	১৪
৪১,৩০০	১,১২,৩১০	১,০২,৩৫০	১,১৫,৪৫০	১,১৮,৩৫০

সাফল্য গাঁথা

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প--

চকলেট বিক্রেতা থেকে সাতটি দোকানের মালিক মিহিদুল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামের ফজলুল মল্লিকের ছেলে মিহিদুল ইসলাম (৩০)। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। দুই ভায়ের মধ্যে মিহিদুল ছিলেন ছোট। ছেলেবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল একজন বড় ব্যবসায়ী হওয়ার। কঠোর পরিশ্রম আর সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সামান্য চকলেট বিক্রেতা থেকে তিনি আজ একজন সফল ব্যবসায়ী।

২০০১ সালে বন্যার পর, তখন তার বয়স ছিল আনুমানিক ১০ বছর। তখন থেকেই তিনি মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভেতর দর্শনার্থীদের কাছে ঝাঁপিতে করে চকলেট বিক্রি করতেন। এই সূত্রে তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে থাকেন ব্যবসার কলা-কৌশল। তখন থেকেই বড় ব্যবসায়ী হওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকেন। ব্যবসার জন্য

কিছু টাকা জোগাড় করতে তিন বছর পর শুরু করেন ঝাল-মুড়ির ব্যবসা। ঝালমুড়ি বিক্রি করতে করতে আরও দুই বছর পার হয়ে যায়। পরবর্তীতে চকলেট বিক্রি ও ঝাল-মুড়ির ব্যবসা করে যে টাকা সঞ্চয় করেন, তা দিয়ে ২০০৫ সালের দিকে মুজিবনগরে একটা ছোট চায়ের দোকান দেন। সেখান থেকে শুরু হয় তার স্বপ্ন পূরণের পথে যাত্রা।

২০০৭ সালের দিকে মুজিবনগর উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের (আরএসএস) আওতায় সুদমুক্ত একটি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর কমপ্লেক্সে ঢুকতে মেইন গেটের সামনে একটি দোকান নিয়ে ফাস্টফুডের মালামাল তুলে ব্যবসাটাকে বড় করেন। আর এই ব্যবসার মাধ্যেমে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। আস্তে আস্তে তিনি ব্যবসায় ভালো লাভবান হতে থাকেন। তার এই ব্যবসার মাধ্যেমে বর্তমান তিনি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছেন একজন সফল ব্যবসায়ী। বর্তমানে তিনি ফাস্টফুড, কসমেটিকসসহ সাতটি দোকানের মালিক। আর তার এই সকল দোকান থেকে আরও কয়েকজন যুবকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

৩.২. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি):

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম । সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা:

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার : আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার নির্বাচন করে পরিবারগুলোকে ৩ (তিন) টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -'ক' শ্রেণি (দরিদ্রতম)

(খ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ২,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা -'খ' শ্রেণি (দরিদ্র)

(গ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ৩,০০,০০১ টাকা-তদুর্ধ্ব-'গ' শ্রেণি (সচ্ছল)।

'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবার এ কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঋণসীমা : জন প্রতি ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা : ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

শুরু থেকে এ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থবছরের অগ্রগতি	
মূল তহবিল	৬১,০৪,৬৮,০০০/-	প্রাপ্ত তহবিল	১০,০০,০০,০০০/-
বিনিয়োগ	৪৪,৭৮,৬৮,০০০/-	বিনিয়োগ	৮,৪৩,৫৫,০০০/-
বিনিয়োগের আদায় হার	৮৯.১৯%	বিনিয়োগের আদায় হার	৭৫%
পুনঃবিনিয়োগ	৭৮,৭৫,৯৪,০০০/-	পুনঃবিনিয়োগ	৫,৭৭,৯৩,০০০/-

পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৯০.৪৭%	পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৭৮%
ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	১,৪৫,০৫১ টি পরিবার	ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	৪,৮৮৭ টি পরিবার

সাফল্য গাঁথা

শহর সমাজসেবা কার্যালয় হতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প--

জীবন রাঙানো সেলিনা খাতুন:

সেলিনা খাতুন, স্বামী- আরিফ, মহল্লা-নূরপুর, ১০ নং ওয়ার্ড, পাবনা পৌরসভা, পাবনার একজন বাসিন্দা। বয়স ৩৫ বছর। তার স্বামী মোঃ আরিফ একজন গাড়ির হেলপার। ২ মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে তার দুঃখ-কষ্টের সংসার। এরই মধ্যে পথ দেখায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। পাঁচ বছর আগে সেলিনা শহর সমাজসেবা কার্যালয় থেকে ২০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে একটি দোকান ভাড়া নেন। এ দোকানে তিনি স্বল্প পরিসরে সেনেটারি সামগ্রী বিক্রি করা শুরু করেন। এ নিয়ে স্বপ্ন বুনে সেলিনা। নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে সুখের আশায় প্রহর গুণে। চারবার শহর সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে মেসার্স সাব্বির ট্রেডার্স নামে পাবনা শহরের মেরিল বাইপাসে একটি বড় দোকান করেছেন। সেলিনার ঘরে এখন সুখের বাতাস বইছে। এই ব্যবসার আয় দিয়ে তিনি তার ২ মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছেন। ছেলে ব্যবসা পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করছে। আগের চেয়ে তার পরিবার এখন স্বচ্ছল। সেলিনা তার দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এখন স্বাবলম্বী।

সেলিনা খাতুন এর দোকান

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর প্রতিবেদন

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পেশায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ; এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। বতমানে ২৩টি ট্রেড-এ সাফল্যের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ

ক্রম	ট্রেডের নাম	ট্রেড কোড
১.	কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন	৭৬
২.	ইলেকট্রিকাল হাউজ ওয়্যারিং	১৭
৩.	হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং	৭৭
৪.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং	২৭
৫.	ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং	২৯
৬.	সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন	৭২
৭.	মোবাইলফোন সার্ভিসিং	৩৫
৮.	প্রফিসিয়েন্সী ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন	৯৭
৯.	গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং	৮১
১০.	ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং	৯৬
১১.	ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং	৭৯
১২.	ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	০২
১৩.	রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং	২৬
১৪.	বাশ, বেত ও পাটি শিল্প	৬৪
১৫.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	৯৫

১৬.	ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স	৬৮
১৭.	ট্রাভেল ট্যুরিজম এন্ড টিকেটিং	৯১
১৮.	এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স	০৪
১৯.	হর্টিকালচার	৬০
২০.	আমিনশীপ	৪৮
২১.	সার্টিফিকেট ইন প্যাটার্ন ম্যাকিং	৭৩
২২.	ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	৩৮
২৩.	অটোক্যাড	৩৪

প্রশিক্ষণের মেয়াদ:

বোর্ডের তালিকাভুক্ত ট্রেড থেকে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত ট্রেড অনুযায়ী বোর্ডের সিলেবাস বা কারিকুলাম বা মডিউল মোতাবেক ৩-৬ মাস মেয়াদি/৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কোর্স জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সেশনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা :

(১) প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক (নারী/পুরুষ/হিজড়া) প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

(২) সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকারি কর্মচারী এবং প্রকল্প বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে, যথা:

(ক) ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন, হর্টিকালচার ও ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং ট্রেড'এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ৫ম শ্রেণি বা পিইসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

(খ) অন্যান্য সকল ট্রেড'এর প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য									কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ২,৮২,৪৭০ জন
সেশন	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার	২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা	
	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট			
জুলাই-ডিসেম্বর/২০১৯	৫০৪০	৭৫৬০	১২৬০০	৪০৩৫	৬০৫১	১০০৮৬	৯৭.৯২%	১০০৮৬	
জানুয়ারি-জুন/২০২০	৪৫৪৩	৫৭০৯	১০২৫২	৩৯৮৪	৫৯৭৫	৯৯৫৯	৯৫.৯০%	১০২৭৯	
মোট	৯৫৮৩	১৩২৬৯	২২৮৫২	৮০১৯	১২০২৬	২০০৪৫		২০৩৬৫	

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য									কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত ২,৯৯,২৪৮ জন
সেশন	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার	২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা	
জুলাই-ডিসেম্বর/২০২০	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট			
	২৯৪৯	৪৪২২	৭৩৭১					১৬৭৭৮	
জানুয়ারি-জুন/২০২১	৩৭৬৩	৫৬৪৪	৯৪০৭						
মোট	৬৭১২	১০০৬৬	১৬৭৭৮	পরীক্ষা এখনো সম্পন্ন হয়নি					

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী জয়পুরহাটের মিনহাজ

মো: মিনহাজুর রহমান, পিতা-মৃত লুৎফর রহমান, মাতা-মৃত মোহসিনা বেগম, ০৮ নং ওয়ার্ড, জয়পুরহাট পৌরসভা, মহল্লা-ধানমন্ডি, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট। মিনহাজের বাবা-মা ও সাত ভাইসহ নয় জনের সংসার। সে তার পিতা মাতার কনিষ্ঠ সন্তান। লেখা পড়ায় ভাল ছিলনা বরাবরই। কিন্তু তার ভাবনা-চিন্তা ছিল একটা ভাল কাজ করার এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। তার জীবনের পথ চলা শুরু ২০০৮ সালের কোন এক সময় একজন অদক্ষ কর্মচারী হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের কাজ করে। কাজের ফাঁকে ২০১১ সালে জয়পুরহাট শহর সমাজসেবা অফিসের জানুয়ারি-জুন সেশনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয় মিনহাজ এবং সঠিক ভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করে।

তারপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মিনহাজ একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে প্রিন্টিং প্রেসে চাকুরীতে যোগদান করে। প্রায় ৫ বছর এ পদে চাকুরী করে। চাকুরীকালীন স্বপ্ন দেখে আরও বড় হবার। এই স্বপ্নগুলি তার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষিদের সঙ্গে আলোচনা করে। তার শুভাকাঙ্ক্ষিদের মধ্যে শহর সমাজসেবা অফিসের কম্পিউটার প্রশিক্ষক এর অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে এবং পরিবারের সহযোগিতায় ১টি কম্পিউটার ও কিছু আসবাবপত্র নিয়ে ২০১৬ সালের আগষ্ট মাসে ছোট্ট করে শুরু করে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান **"মিনহাজ প্রিন্টিং প্রেস"**। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের বয়স ৪ বছর চলছে। এই সময়ের মধ্যে সে ৩টি কম্পিউটার, ৪টি প্রিন্টার, ১টি লেমিনেটিং মেশিন, ১টি স্পাইরাল মেশিন, ১টি অফসেট মিনি মেশিন, ১টি চায়না কাটিং মেশিন ক্রয় করে। তার প্রতিষ্ঠানে সে সহ মোট ৫ জন কর্মচারী সু-শৃঙ্খলভাবে কাজ করছে। তার পরিবার এখন অনেক স্বচ্ছল। মিনহাজ এখন একজন সফল ব্যবসায়ী।

৩.৩ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপন, দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ৪৯২ টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭২টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জন প্রতি ৫,০০০/- টাকা হতে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস

পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৯৬ কোটি ১৮ লক্ষ ০৬ হাজার ২৫০ টাকা।
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বরাদ্দকৃত তহবিল : ৯১ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৭ টাকা।
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৮৬ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৯ হাজার ১২ টাকা।
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ : ৮৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ০৯ হাজার ২৬৮ টাকা।
- আদায়ের হার : ৭৫.৩০%।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৩৩ কোটি ০১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৪৭ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত ঋণের আদায়ের হার : ৭৫.৬৬%।
- শুরু হতে মোট উপকারভোগী : সর্বমোট ১,৯০,৬০০ জন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে একনজরে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার (শতকরা)
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ	(জন)	(টাকায়)	
২	৩	৪	৫	৬
৯৬,২৫,০০০/-	৬৪,১৬,৩০০/-	১০০০	১,১২,২৮,৫২৫/-	৭০%

৩.৪. পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯ টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' (Rural Mother Center-RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন পর্যন্ত) এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪ টি উপজেলাসহ ৩১৮ ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে । গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবশিষ্ট ১৭৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ (ঘূর্ণায়মান) কর্মসূচির প্রাপ্ত তহবিল : ৮২ কোটি ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা
- বিনিয়োগকৃত তহবিল : ৭১ কোটি ০৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা

- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (মূল) : ৫৬ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা
- শুরু হতে গঠিত সর্বমোট মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা : ১৪ হাজার ৮ শত ৬ টি
- শুরু হতে ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের মোট সংখ্যা : ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৮০ টি পরিবার
- তহবিল আদায়ের হার : মূল বিনিয়োগ ৮৮%
  : পুনঃবিনিয়োগ ৮৪%
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ : ১৭০ কোটি ৬০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে একনজরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়ের হার
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ			
২	৩	৪	৫	৬
১৫,০০,০০,০০০	২৮,৪৮,৫৩,০০০	৯,৩৭৫	১৫,৯০,০০,০০০	৮৪%

সামাজিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ২০২০-২১ (জনে)					
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন	আদায়ের হার
৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫,১৪১	২,৪৫২	২,২৪৮	২,৭০০	৩,২৫০	৮৪%

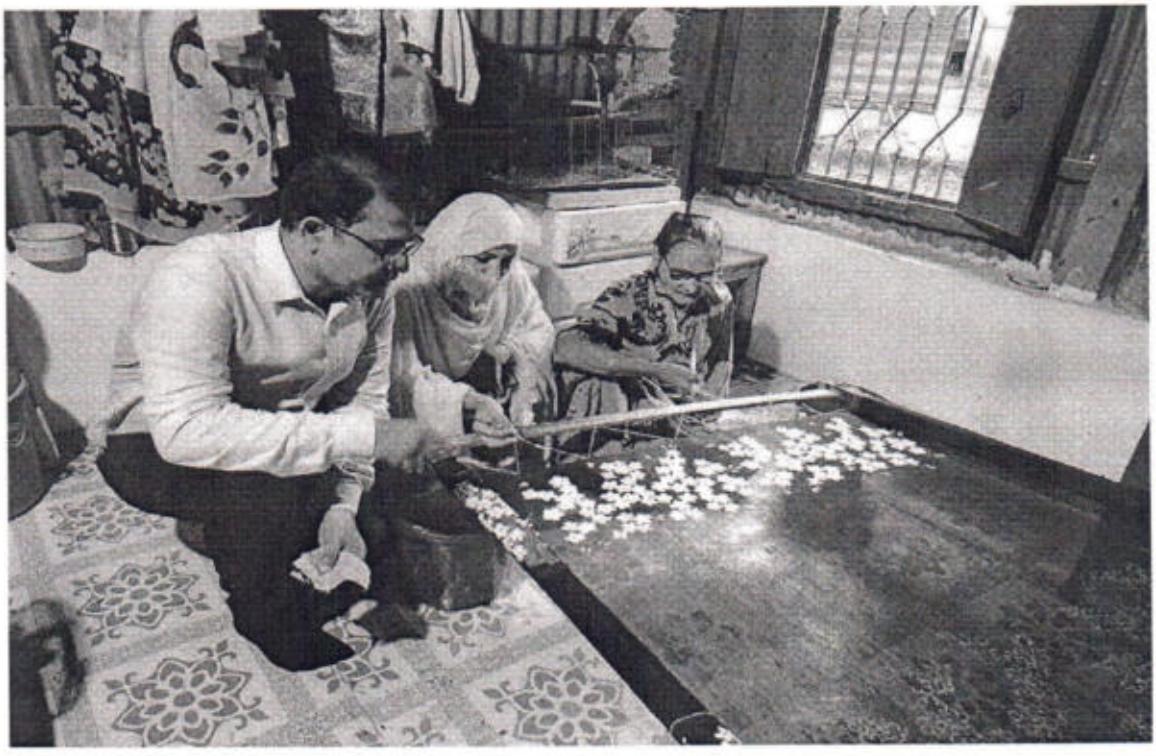

মেইটকা মাতৃকেন্দ্র সমাজসেবা প্রকল্প গ্রাম হেমায়েতপুর, তেতুলঝোড়া, সাভার, ঢাকা।

(ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ)

৩.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লীঅঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দেশের ৫৭ টি জেলার অন্তর্গত ১৮১ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/ পরিবার প্রতি ২,০০০ হতে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এর অগ্রগতি চিত্র:

১.	মোট জেলা	৫৭ টি
২.	মোট উপজেলা	১৮১ টি
৩.	মোট আশ্রয়ন প্রকল্পের সংখ্যা	৩৭৮ টি
৪.	ব্যারাক হাউজের সংখ্যা	২২৪০ টি
৫.	মোট ঋণ বরাদ্দ (২০০১-২০০২)	২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা
৬.	বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ হতে ফেরত	৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা
৭.	বরাদ্দকৃত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমান	১৪ কোটি ১৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা
৮.	বিতরনকৃত ঋণের পরিমান	১৩ কোটি ৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা
৯.	পুন:বিনিযোগের পরিমান	৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা
১০.	মোট ক্রমপুঞ্জিতভূত বিনিযোগ	২১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪ শত
১১.	উপকৃতের সংখ্যা	৪৬,৪১৮ টি পরিবার
১২.	মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান	১৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭শত
১৩.	মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমান	৮ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৪ হাজার
১৪.	মোট আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমান	৮৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা
১৫.	সদস্যদের মোট আদায়কৃত সঞ্চয় পরিমান	৩০ লক্ষ ৭০ হাজার ৯ শত ৪৫টাকা
১৬.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা	৪৭,৫০০ জন
১৭.	খেলাপী ঋণের পরিমান	৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯ শত ৯৯ টাকা
১৮.	ঋণ খেলাপীর সংখ্যা	১৩,৩৯৫ জন
১৯.	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	৫৫,৪৫০ পরিবার
২০.	আদায়ের হার	৬৪%

২০২০-২০২১ অর্থবছরে একনজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য:

মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
২০.৭৩১৮	১৪.১৭২২	৬.৫৫৯৭	৮.৫৯৭৪	০.৮৮৪৮	৮.৪৫২০

ব্যারাক সংখ্যা	ঋণগ্রহিতার সংখ্যা (জন)	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	উপকৃতের সংখ্যা	মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা
৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২৪০	৪৬৪১৮	৪৭৫০০	৫৫৪৫০	৪৬৪১৮	৩৭৮

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

৪.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচি মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে; ১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০.ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ১২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাভোগী বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্যে জিটুপি (গভর্নমেন্ট টু পার্সন) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২১টি জেলার ৭৭ টি উপজেলার (কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সকল উপজেলা) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার জনকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" এর মাধ্যমে ৩৯টি জেলা এবং "বিকাশ" এর মাধ্যমে ২৩টি জেলার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" ও "বিকাশ" এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২ টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী সকল দরিদ্র, প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা, সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Management Information System (MIS) এ মোট ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার জন বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি উপকারভোগীর মধ্যে ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার জন ভাতাভোগীর মোবাইল/ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের তথ্য পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" ও "বিকাশ" এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

৪.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দু:স্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৯ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলায় ১ম বারের মতো দরিদ্রতম ১১২ উপজেলার বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ভাতাপ্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়।

বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বয়স্কভাতা কার্যক্রম	২০২০-২১	৪৯ লক্ষ	২,৯৪০ কোটি	৫০০ টাকা

৪.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় । ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ১ম বারের মতো দরিদ্রতম ১১২ উপজেলার ভাতাপ্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা নারীকে ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়।
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য :

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	২০২০-২১	২০.৫০ লক্ষ	১২৩০ কোটি	৫০০/-

৪.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্তির লক্ষ্যে

প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপের আওতাভুক্ত শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে সনাক্তকৃত ১৮ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সকলকে প্রতিবন্ধী ভাতার আওতাভুক্ত করা হয়।
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	২০২০-২১	১৮ লক্ষ	১৬২০ কোটি	৭৫০/-

৪.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২০-২১	০১ লক্ষ	৯৫.৬৪ কোটি	প্রাথমিক স্তর ৭৫০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯০০/- উচ্চতর স্তর ১৩০০/-

৪.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত পটভূমি:
২০১২-১৩ অর্থবছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২০-২১	১,২২৫ জন	১,১৩,৩১,০০০/-	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চমাধ্যমিকস্তর ১,০০০/- উচ্চতর স্তর ১,২০০/-

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২০২০-২১	২,৬০০ জন	১,৮৭,২০,০০০/-	৬০০/-

৩। কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার , ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৯০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪.৬ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি " নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম :

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২০২০-২১	৫,০৬৬ জন	৩.০৪ কোটি টাকা	৫০০/-

বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি **কার্যক্রম:**

ক্রম	কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
০১.	বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২০-২১	৩,৯৯৮ জন	৩,৯১,০০,০০০/-	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১০০০/- উচ্চতর স্তর ১২০০/-

৩। কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি " নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম :

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২০২০-২১	৪৫,২৫০ জন	২৭.১৫ কোটি টাকা	৫০০/-

স্কুলগামী অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২০-২১	২১,৯০৩ জন	২১.২৯ কোটি টাকা	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১,০০০/- উচ্চতর স্তর ১,২০০/-

৩। কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ২,৪২০ জনকে ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪.৮ প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে বদ্ধপরিকর। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সারা বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ৫৭০ টি ইউনিটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডাটা এন্ট্রি করা হয়। ডাক্তার কর্তৃক সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক

উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। www.dis.gov.bd এই সাইট' এ প্রতিবন্ধিতা ফর্ম ট্যাব' এ গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ডাক্তারের যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হবার সুযোগ আছে। ডাটা এন্ট্রি শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয় এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডাটাবেজ এ অর্ন্তভূক্ত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সর্বশেষ ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ এর অনলাইন তথ্যভান্ডারে ২৩ লক্ষ ২ হাজার ১৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করাসহ ও উক্ত তথ্যভান্ডার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৯ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা ৩৮ টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৮৫০ জন। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহ ভিক্ষুক মুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন, এবং ৩৫ টি বিভিন্ন স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাগস্ট্যান্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ভিক্ষুক মুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০০ জন পেশাদার ভিক্ষুক আটক করা হয়। যাদের মধ্যে ৬৯ জনকে সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। অবশিষ্ট ১৩১ জনকে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে উক্ত কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত আধুনিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.১০ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' এর মাধ্যমে দু:স্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৬ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৬ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ক্যান্সার, কিডনি ,লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তার জন্য কোন কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থবছরের পূর্বে ছিল না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটির বেশি লোক কোনো না কোনো কিডনি রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে নারীর সংখ্যাই ১ কোটির উপরে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। অর্থের অভাবে এসকল রোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তার পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত বর্ণিত প্রকল্প সকল পর্যায়ে প্রসংশিত হয়েছে।

উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির নতুন বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং গেজেট প্রকাশিত হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে 'ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৮২৫ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩০ হাজার জন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে প্রথমবারের মত 'ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিটির জন্য ১১১.৯৬ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে বিভাজন করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট রোগের দরিদ্র রোগীগণ স্বল্প সময়ে নিজ উপজেলা থেকে আর্থিক সহায়তার চেক গ্রহণ করতে পেরেছেন। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের দরিদ্র রোগীরা অনলাইনে www.welfaregrant.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই আর্থিক সহায়তার আবেদন দাখিল করতে পারবে।

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	রোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	২০২০-২১	৬৪ জেলায় ২২,৫০০ জন	১১২.৫০ কোটি	৫০,০০০/-
		মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৬০৫০ জন	৩০.২৫ কোটি	
	৫ টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৪৫০ জন		৭.২৫ কোটি	
মোট=		**৩০,০০০ জন**	**১৫০ কোটি**	

পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে ১,৪৫০ জন রোগীর চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৭.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
০১	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, মিরপুর-২, ঢাকা	২.০০ কোটি টাকা
০২	বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন, ঢাকা	২.৫০ কোটি টাকা
০৩	আগে দেশ, দশকে নিয়ে বাঁচা (সংস্থা)	২.২৫ কোটি টাকা
০৪	ঢাকা শিশু হাসপাতাল	০.২৫ কোটি টাকা
০৫	হার্ট ফাউন্ডেশন, জামালপুর	০.২৫ কোটি টাকা
	সর্বমোট=	**০৭.২৫ কোটি টাকা**

চিকিৎসা সহায়তার চেক বিতরণ

৪.১১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০.৫০ কোটি কেজি এবং এখান থেকে চা রফতানি করা হয় ২৫ টি দেশে। সিলেট বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলা এবং রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট জেলার চা-বাগানসমূহে কর্মরত চা-শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হন। প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীব চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে বর্তমানে প্রতি চা-শ্রমিককে এককালীন ৫ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমান ২৫ কোটি টাকা ।

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	শ্রমিকের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০২০-২১	৫০,০০০ জন	২৫ কোটি	৫,০০০/-

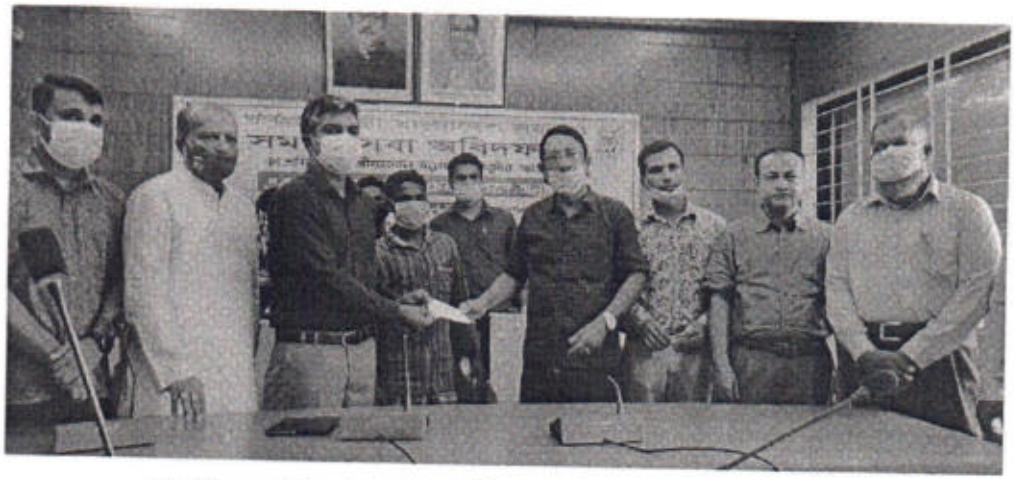

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির এককালীন অনুদানের চেক বিতরণ

৪.১২ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য, কাঁশা-পিতল সামগ্রী, জুতা মেরামত (মুচি), বাদ্যযন্ত্র, নকশী কাঁথা, লোকজযন্ত্র, শিতলপাটি-শতরঞ্জী তৈরি সহ প্রস্তুতকারী এ ধরনের সনাতন পেশার সাথে সম্পৃক্ত প্রান্তিক পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ এবং পেশার আধুনিকায়নের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত জীবনমান উন্নয়ন। প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এ প্রকল্পের এর আওতায় ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২৬ হাজার ৩৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ ও অনুদান বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা আছে।

প্রশিক্ষণ ও অনুদান বিতরণের তথ্যচিত্র :

ক্রম	প্রশিক্ষণ ও অনুদানের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (ডিসেম্বর ২০২২)	ইতোমধ্যে সম্পন্ন (জুন/২০২১)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	সফটস্কিল প্রশিক্ষণ	১৪৮৪৭ জন	১১৮৪৭ জন	৭৯.৮ %
২	এপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ	১১৪৯৬ জন	১১৪৯৬ জন	১০০%
৩	অনুদান (নগদ) বিতরণ	২৬৩৪৩ জন	২০২১৬ জন	৭৭ %

সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন

৫.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেলে কার্যক্রম চালু হয়। ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৬ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সসহ সর্বমোট ৫২৬টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় নিবন্ধিত 'রোগীকল্যাণ সমিতি' রয়েছে।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে :

(ক) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের (Rapport building) মাধ্যমে রোগের ইতিহাস জানা এবং কাউন্সেলিং (Counseling) ও প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ ও রোগ নিরাময়ে সক্ষম করে তোলা;

(খ) দরিদ্র ও অসহায় রোগীকে ঔষধ, পথ্য, রক্ত, চিকিৎসা সহায়ক উপকরণ, যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন ও মৃতের সৎকার এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার খরচ ইত্যাদি খাতে সহায়তা দান;

(গ) হাসপাতালে পরিত্যাক্ত ও অসহায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং আশ্রয়হীন ও ভবঘুরে নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে শিশু আইন, ২০১৩ এবং বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুসারে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মক্ষম, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণে সহায়তা দান;

(ঙ) বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী রোগীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(চ) ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়াসহ জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(ছ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সব ধরনের সংক্রামক ও জটিল রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) রোগীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ এবং রোগীর গৃহ পরিদর্শনসহ পারিবারিক সমস্যা নিরসন, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়ীকরণ, পরিবার তথা সমাজে পুনঃএকীকরণে সহায়তা দান;

(ঝ) হিজড়া শিশুর চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও কাউন্সিলিং; এবং

(ঞ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও চিকিৎসা গ্রহণরত ব্যাক্তিকে অনুসরণ (Follow up)।

প্রদেয় সেবা:

মানসিক সহায়তা:

(ক) অপারেশন এবং দূরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস যোগানো;

(খ) হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আগত নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনোবল বৃদ্ধিতে তাৎক্ষণিক মোটিভেশন ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান;

(গ) রোগীকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানসিক সাপোর্ট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং

(ঘ) মানসিক ও মাদকাসক্ত রোগীদের মানসিক উন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদান।

সামাজিক সহায়তা:

(ক) হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;

(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) জটিল রোগসমূহ যেমন-ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, যক্ষ্মা, এইডস ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(ঘ) অজ্ঞাত রোগীর ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ;

(চ) শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ব্যাক্তি ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান;

(ছ) আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যাক্ত শিশু অথবা ব্যক্তির চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত ইনডোর ও আউটডোর রোগীদের কাউন্সেলিং ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সেবাদান;

(ঝ) ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং প্রচারণামূলক লিফলেট, ব্রুসিয়ার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) হিজড়া হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং

(ট) ক্ষেত্রমত, রোগীদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন: টিভি, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির কর্ণার, শিশু খেলাঘর ইত্যাদি স্থাপন।

আর্থিক সহায়তা : হাসপাতালের বহিঃ ও অন্তঃবিভাগে চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, পথ্য, রক্ত, লাশ পরিবহন, মৃতের সৎকার, যাতায়াত ভাড়া, কৃত্রিম অঙ্গ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী এবং অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ক্ষেত্রমত, রোগীর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্রি চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমিতির আয়ের উৎস :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান;
(খ) সাধারণ ও আজীবন সদস্য চাঁদা;
(গ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত, দান, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত নগদ অর্থ;

(ঘ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিকিৎসা সহায়ক দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি;
(ঙ) বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ইত্যাদি।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	:	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জন)		
		আর্থিক ভাবে	সামাজিক ও অন্যান্যভাবে	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা
ঢাকা মহনগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৬ টি ইউনিট ও উপজেলা পযায়ে ৪২০ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সবমোট ৫২৬ টি ইউনিট		২,২৯,৬১১	৩,৬১,৬৪৬	৫,৯১,২৫৭ জন

নগদ অর্থ সহায়তায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম' অন্যতম। ১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলা সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে

- কোন অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা ;
- সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক অপরাধীর সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- শিশু অপরাধীকে কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে দূরে রাখা;
- সংশোধনের পর অপরাধীকে সমাজে পুন:একীকরণ;
- অপরাধীদের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে তাদেরকে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অপরাধীকে সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
- সম্ভব হলে অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে অপরাধীকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে 'দাগী আসামী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
- অপরাধীকে আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা;
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;

সেবাদান পদ্ধতি:

- বিজ্ঞ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী কর্তৃক আবেদন;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন অফিসারকে অপরাধী সম্পর্কে প্রাক দন্ডাদেশ প্রতিবেদন প্রদানের আদেশ;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রাকদন্ডাদেশ প্রতিবেদন দাখিল;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন মঞ্জুর (অপরাধী কর্তৃক বন্ড সহি প্রদান সাপেক্ষে);
- প্রবেশন মেয়াদে অপরাধীকে কাউন্সেলিং, মনিটরিংসহ তার উন্নয়নের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক নিয়মিত আদালতে প্রতিবেদন দাখিল;
- প্রবেশন মেয়াদান্তে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক প্রবেশনারকে মুক্তি প্রদান/কারাগারে প্রেরণ;
- শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপ-ধারা ৬ মোতাবেক শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬ এর আওতায় কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের তালিকা প্রস্তুত এবং শর্ত স্বাপেক্ষে তাদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৮৪ ও ধারা ৮৫ মোতাবেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ।
- শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা অবলম্বন কিংবা জামিনের বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে কয়েদীদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান:

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	প্রবেশন সহায়তা সুবিধাভোগী (প্রবেশনে মুক্তি ও ডাইভারশন)	আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত	মন্তব্য
৬৪টি জেলা ও ৬টি সিএমএমকোট ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর সর্বমোট ৭০টি ইউনিট	১,৫৩৫	২,৪৫৮	

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। ১৫ (পনেরো) টি ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিদফতরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৫৬৭ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ৩২,৬০,২৫০ টাকা।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ৬৪ টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ দেয়া হয় ২৬ টি সংস্থাকে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয় ৩৫ টি সংস্থাকে।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় ২৫ টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়।
- ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশটি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তকরনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রকল্পের উপর মতামত প্রদানের জন্য জেলার উপপরিচালক বরাবর ১০ টি প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান, সংস্থার অভিযোগ তদন্ত, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন, সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নসহ আরো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.৪ সেমিনার / ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১০ টি	৪৪৫ জন

প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন

৬.০ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার' নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে 'সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে 'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী "জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'র নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি' হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত 'সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স' নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলানগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে একই সাথে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য দুটি প্রশিক্ষণকক্ষ, লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বর্তমানে স্থায়ী কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই যা থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'সিডা' কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৬ টি কক্ষে ৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

রূপকল্প

দেশপ্রেমিক, যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উদ্যোগী পেশাজীবী সমাজকর্মী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি দেশের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিলক্ষ্য

কার্যকর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চাহিদানুসারে দক্ষ, যোগ্য, সক্ষম, উদ্যোগী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পেশাজীবী সমাজকর্মী গড়ে তোলা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ

- শৃঙ্খলা
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- পেশাদারিত্ব
- শুদ্ধাচার
- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন
- অংশীদারিত্ব
- ফলাফল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা - ৫ জন এবং ১৪ জন কর্মচারি কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

হোস্টেল

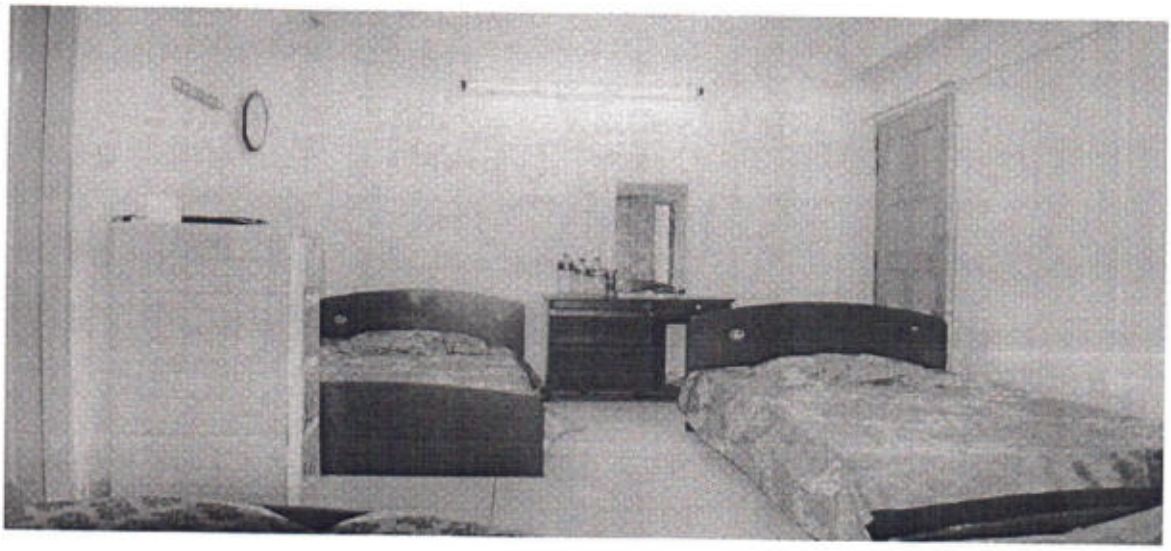

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ণ আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। এ মুহূর্তে একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বর্তমানে একাডেমিতে মোট ১২ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়া

একাডেমিতে বর্তমানে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফেটেরিয়া আছে-যেখানে একই সাথে ৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীর বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

মহিলাদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ছবি।

দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তুহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা যাচ্ছে। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল হওয়ায় দুস্থ মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩।

কেন্দ্রওয়ারি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর বিবরণ :

ক্রম:	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা			মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	১৯ টি	২৭৪ জন	৬৯ জন	৩৪৩ জন	
২	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১০ টি	২০২ জন	৮২ জন	২৮৪ জন	
৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	১০ টি	২১০ জন	৬৬ জন	২৭৬ জন	
৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা	১৫ টি	২৭২ জন	১০২ জন	৩৭৪ জন	
৫	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	০৮ টি	১২২ জন	৬৯ জন	১৯১ জন	
৬	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল	১৩ টি	১৯৭ জন	১২৯ জন	৩২৬ জন	
মোট=		৭৫ টি	১২৭৭ জন	৫১৭ জন	১,৭৯৪ জন	

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যার জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে না। চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- কোন কোন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়াবাড়িতে থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের নিজস্ব ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- নিজস্ব ক্যাফেটেরিয়া প্রস্তুতপূর্বক মানসম্মত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা;
- মডিউলে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঠ পরিদর্শনের সুযোগ রাখা এবং মাঠ পরিদর্শনের জন্য ঢাকা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১ টি মিনিবাস ও ১ টি মাইক্রোবাস এর সংস্থান রাখা আবশ্যক ;

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা করা হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা সম্ভব হবে ।

আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৯৪৫৩ জনকে চামড়ার জিনিষপত্র তৈরি, ব্লক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পোষাক তৈরি, বাশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪৭ জন মহিলাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

ক্রম	প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
৯.	"Social Services Officer's (Municipal) Capacity Building and skill Development" (2nd batch)	৮ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর ২০২০খ্রি.	৩২ জন
১০.	"Training Course on Administration & Development (TCAD)"	১৮ নভেম্বর-২৯ নভেম্বর ২০২০	২৮ জন
১১.	১০ম গ্রেড নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে (১৯তম ব্যাচ)	০৩ জানুয়ারি - ০৭ জানুয়ারি ২০২১	১০ জন
১২.	"Training Course on Operation, Management & Development (TCOMD)"	০৪ - ১৯ জানুয়ারি ২০২১	৩৩ জন
১৩.	১০ম গ্রেডে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে (২০তম ব্যাচ)	১৭ জানুয়ারি - ২১ জানুয়ারি ২০২১	১৫ জন
১৪.	"Probation officer's Competency Development Course"	০৭ - ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১	৩০ জন
১৫.	"Training Course on Administration & Development (TCAD)"	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ - ০৪ মার্চ ২০২১	২৯ জন
১৬.	Training Course on ICT & e-Governance	৩০ মার্চ-০১ এপ্রিল/২০২১	২৯ জন
১৭.	Project Management and Public Procurement	০৪ এপ্রিল-০৬ এপ্রিল/২০২১	৪১ জন
১৮.	Training Course on ICT & e-Governance	০৪ এপ্রিল-০৬ এপ্রিল/২০২১	২৯ জন
১৯.	Training Course on ICT & e-Governance	১১ এপ্রিল-১৩ এপ্রিল/২০২১	৩০ জন
২০.	"হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	০৮ এপ্রিল ২০২১ (১ দিন)	৫০ জন
২১.	"সরকার শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়কগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	০৫ জুন ২০২১ (১ দিন)	৬০ জন
২২.	"সমাজসেবা অফিসার (মিউনিসিপ্যাল) এর প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	০৬ জুন ২০২১ (১ দিন)	৬০ জন
২৩.	"প্রবেশন কর্মকর্তাদের অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	০৭ জুন ২০২১ (১ দিন)	৬০ জন
২৪.	"সহকারি পরিচালকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	০৯ জুন ২০২১ (১ দিন)	৬০ জন
২৫.	"উপপরিচালকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	১০ জুন ২০২১ (১ দিন)	৬১ জন
২৬.	"উপজেলা সমাজসেবা অফিসারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন" শীর্ষক কর্মশালা	১১ জুন ২০২১ (১ দিন)	৬০ জন
		সর্বমোট=	৯৬৬ জন

৬.২ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত (১) Digital office management on ICT পেশগত দক্ষতা বৃদ্ধি, (২) ইনহাউজ (৩) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও শিশু সুরক্ষা (৪) পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন (৫) দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (৬) অফিস ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং (৭) বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৯) ওরিয়েন্টেশন (৯) শুদ্ধাচার (১০) ই-নথি সিস্টেম (১১) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা (১২) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (১৩) Computer Application on Office Management ইত্যাদি শিরোনামে ৭৫টি কোর্সের মাধ্যমে ১১ হতে ২০তম গ্রেডের মোট ১,৭৯৪ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে পুরুষ ১,২৭৭ জন এবং মহিলা ৫১৭ জন।

লাইব্রেরী

লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রায় ৩২৫ ক্যাটাগরির ৪০০০টি বই রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে পড়ালেখা করতে পারেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর উক্ত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। 'সিডা-কানাডা' প্রদত্ত অত্যাধুনিক চেয়ার, টেবিল, বুক শেলফ ইত্যাদি ফার্নিচারের সন্নিবেশে লাইব্রেরীটি এখন অনেক বেশি উন্নত।

প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষের ধারণক্ষমতা ৩৫। প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড, মাইক্রোফোন, মাল্টিমিডিয়া ও ওভারহেড প্রজেক্টর, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের জন্য ৩৭ টি ল্যাপটপ এবং ওয়াই-ফাই জোনসহ হাইস্পিড ইন্টারনেট একসেসিবিলিটির সুবিধা রয়েছে।

চিত্তবিনোদন ও ব্যায়ামাগার:

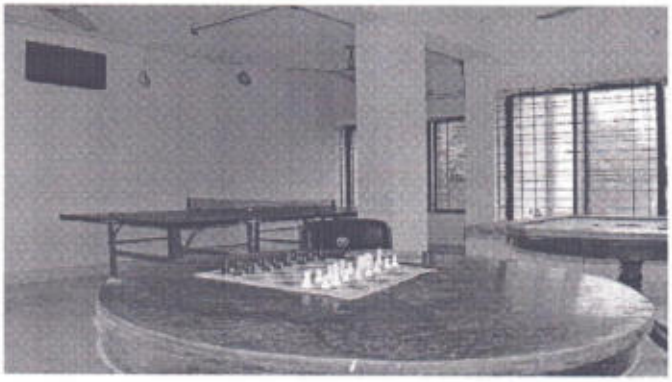

প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্য এলইডি স্মার্ট টিভি, জাতীয় ০৩টি দৈনিক পত্রিকা এবং খেলাধুলার জন্য টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এবং ব্যাটমিন্টন এর সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আধুনিক সুবিধা সংবলিত ব্যায়ামাগার।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ৫৫৫ জন কর্মকর্তাকে এবং ৭টি কর্মশালার মাধ্যমে ৪১১ জনসহ মোট জন ৯৬৬ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের দফতর ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫ টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ক্রম	প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
১.	Upazila Social Services Officer.sCapaccity Building and Skill Development (1St batch)	১৯ জুলাই- ২৩ জুলাই ২০২০খ্রি.	৩১ জন
২.	Upazila Social Services Officer's Capaccity Building and Skill Development (2nd batch)	০৮ আগস্ট ২০২০ -১৩ আগস্ট ২০২০খ্রি.	৩৪ জন
৩.	Upazila Social Services Officer.sCapaccity Building and Skill Development (3rd batch)	১৬ আগস্ট ২০২০ -২০ আগস্ট ২০২০খ্রি.	৩৩জন
৪.	''Capacity Building and Skill Development of Administrative officer's 10th (1st batch)'শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৩ আগস্ট ২০২০ -২৭ আগস্ট ২০২০খ্রি.	২৮ জন
৫.	Capacity Building and Skill Development of 10th Grade (2nd batch) officers	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ – ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি.	২৯ জন
৬.	Capacity Building and Skill Development of 10th Grade officers (3rd batch)	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ -১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি.	২৯ জন
৭.	"Training Course on Child Protection and Development"	২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ – ০১ অক্টোবর ২০২০খ্রি	৩০ জন
৮.	"Social Services Officer's (Municipal) Capacity Building and skill Development" (1st batch)	১৮ অক্টোবর ২০২০ -২২ অক্টোবর ২০২০খ্রি	৩৫জন

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.১ সরকারী শিশু পরিবার

পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার তাদের পূর্ববর্তী শাসন আমলে অর্থাৎ ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের পর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরুপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন,
- ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক , সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা;
- শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন
- শিশুদের প্রতি সহমর্মি আচরণ করা;
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যে কোন ধরণের সহযোগিতা;
- আর্থিক ভাবে, চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা;
- ১৮ উর্ধ্ব বয়সের মেধাবি শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান।

শিশু পরিবারের কার্যক্রমের ছবি :

অধ্যায়নরত নিবাসি, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা।

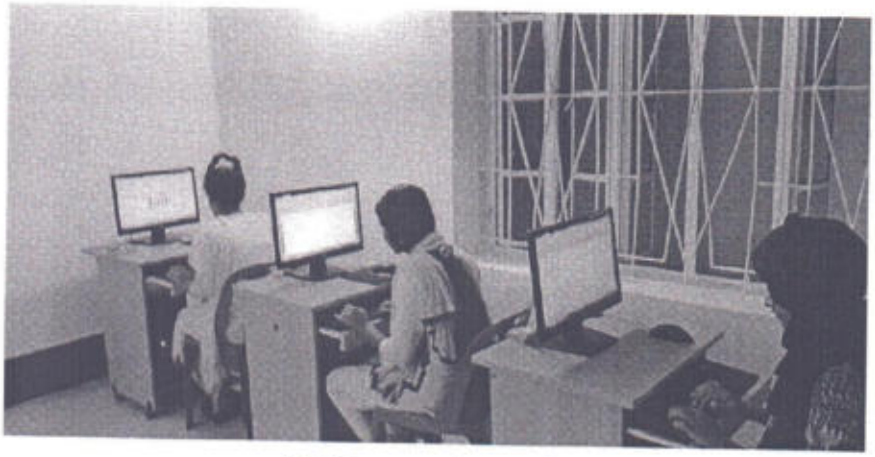

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণরত নিবাসি

বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ

শিশু বিকাশ চত্বর এর শুভ উদ্বোধন, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), নেত্রকোনা

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার

পঞ্চাশ হাজারবার পবিত্র কোরআন খতম উপলক্ষে ১৪ আগস্ট ২০২০ অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ

কারাতে চর্চায় নিবাসীরা, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), নেত্রকোনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে এতিম শিশুদের নিয়ে ১০১ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন

মেধাবৃত্তি চালু করণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দু:স্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি শিশু পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে উচ্চতর স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা হারে ১৭২ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ১২ হাজার টাকা হারে ২৭৮ জন নিবাসির মধ্যে মেধাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৮৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) গাজীপুরের নিবাসিদের মধ্যে মেধাবৃত্তির চেক বিতরণ।

সুপারিশনামা/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সমাজসেবা অধিদপ্তর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল প্রতিষ্ঠান সামাজিক কৌশলপত্রের আলোকে আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের শূণ্য পদ পূরণসহ প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, তাদের দক্ষতার উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করছে। অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বমানের প্রশিক্ষন কেন্দ্রে রূপান্তনর করে নিবাসীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত নিবাসীদের সকল কার্যক্রম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ডাটাবেজের কাজ চলমান রয়েছে।

৭.২ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ১টি ছোটমণি নিবাস স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল এ ৫টি বিভাগে ৫টি ছোটমণি নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যাক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং ও পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। বর্তমান নিবাসী সংখ্যা ১৫২ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২১) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১২ হাজার ৯৮৩ জন।

সেবাসমূহ

- পরিত্যাক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার ;
- থানায় সাধারণ ডাইরী;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;

- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

৭.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মা'র সন্তানদের কর্মকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ৫০ আসনবিশিষ্ট দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । এ কেন্দ্রের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ নেওয়া হয় না। নিবাসীদের ভরণপোষণ (খাদ্য, পোষাক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী) বাবদ মাথাপিছু ১,২৫০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ কেন্দ্রে বর্তমানে ৫০ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত (জুন ২০২১) সেবা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮,৭৩২। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে যে কোনো সময় সরাসরি ভর্তি করা হয়। কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন।

সেবাসমূহ

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান;
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ;
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন;
- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোষাক পরিধান;
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা;
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন।

৭.৪ দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুঃস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮১ সনে প্রথম গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বালকদের জন্য ১টি দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বালকদের জন্য আরও ১টি এবং ১৯৯৭ সনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বালিকাদের জন্য শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫০। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৩৯৯ এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২১) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১১ হাজার ৫৩১।

সেবাসমূহ:

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ;

দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

৭.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দন্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (এমন কোনো শিশু, যে বিদ্যমান কোনো আইনের অধীনে কোনো অপরাধের শিকার বা সাক্ষী) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ সব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আসা ও আইনের সাথে সংর্ঘষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ডাইভারশন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকৃত করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এ ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা)'র অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১,২৩৯ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২১) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৪৬৮ জন।

সেবাসমূহ:

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা;
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সিলিংএর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;
- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- ফলোআপ করা।

৭.৬ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা

জীবনচক্রের ধাপ: ৬ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ।

ক্লাস্টার: শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন ।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগনেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগীতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪ হাজার ১১ টি বেসরকারি এতিমখানার ১ লক্ষ জন এতিম শিশুকে ২৪০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত করাই ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় নূন্যতম ১০ জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্টের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

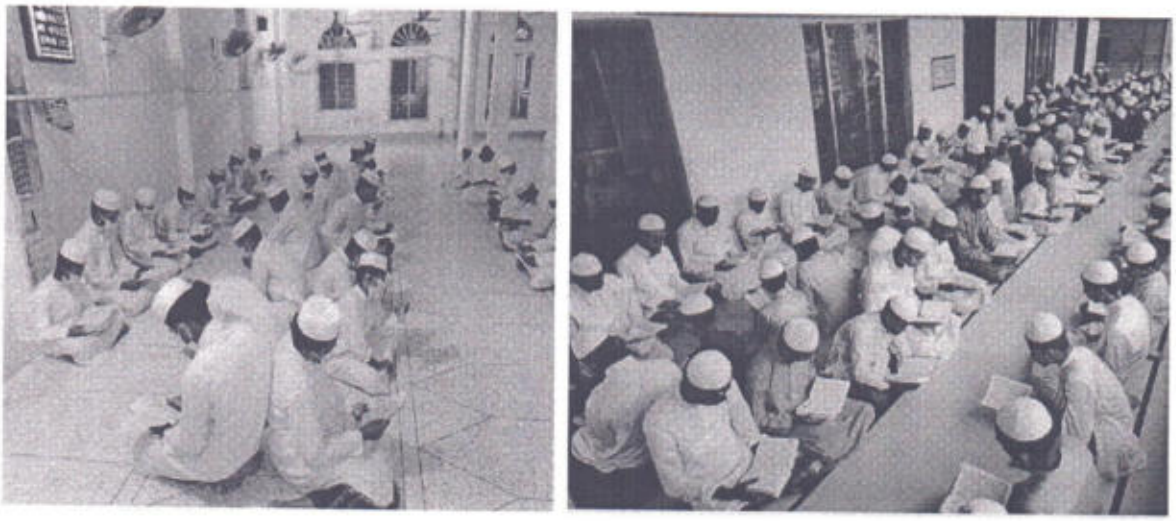

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানায় ১ লক্ষ বার পবিত্র কোরআন খতমের খন্ডচিত্র

৭.৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত কার্যক্রম সরকারের শিশু বান্ধব কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কার্যক্রমটি দিনে দিনে তৃণমূল পর্যায়ে গণমানুষের মাঝে ব্যাপক চাহিদা ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিশু সুরক্ষামূলক কার্যক্রম হিসাবে 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' মানুষের ভালবাসার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সালে ডিজএ্যাবিলিটি অ্যান্ড চিল্ড্রেন এ্যাট রিস্ক (DCAR) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে যা জুন ২০১৬ সালে সমাপ্ত হয়। DCAR শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক কার্যক্রম জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক এবং ঝুঁকিতে থাকা শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (SCAR) নামে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। SCAR প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে তাদের পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

কর্ম এলাকা: গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন/ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়।

উপকারভোগী শিশু: কেন্দ্রসমূহে ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের পথ শিশু, শ্রমে নিয়োজিত শিশু, মাতা-পিতার স্নেহ বঞ্চিত, গৃহকর্মে নিয়োজিত, পাচার থেকে উদ্ধার, হারিয়ে যাওয়া, বাল্য বিবাহের শিকার, নির্যাতনের শিকার শিশুদের দিবাকালীন/রাত্রিকালীন/সার্বক্ষনিক আশ্রয় ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। সেবা প্রদানের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর। তবে প্রয়োজনের নিরিখে জেলা স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিশুর কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ আরো ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

প্রদত্ত সেবা/সুবিধাসমূহ: প্রতিটি কেন্দ্রে আবাসন সুবিধাসহ খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিশুকে সকাল ও বিকালের নাস্তা এবং দুপুর ও রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। প্রতিমাসে নির্ধারিত দিন ছাড়াও জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসবসহ বিশেষ দিবসে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। নিবাসী শিশুদের বছরে ০৪ (চার) সেট পোষাক, ০২ (দুই) সেট উৎসব পোশাক এবং শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া স্কুলগামী শিশুদের জন্য স্কুলের ড্রেস কোড অনুযায়ী পোশাক সরবরাহ করা হয়।

সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করে শিক্ষা অব্যাহত রাখা হয়। অক্ষরজ্ঞানহীন বা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া নিবাসী শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

সেবার আওতায় আসা শিশুদের Hands-off Skill এবং Hands-on Skill প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Hands-off Skill এ শিশু মূলতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকা, কার্যকরি যোগাযোগ, সমঝোতা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে। Hands-on Skill এ ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদেরকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণপূর্বক কম্পিউটার (অফিস ম্যানেজমেন্ট), মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার/সাইনবোর্ড), জুতা/ঠোংগা/ব্যাগ বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল, পারিবারিক সবজি চাষ, নকশি কাঁথা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সমাজের মূল ধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিস হিসেবে ঝুঁকিবিহীন কাজে নিয়োজিত করা হয়।

জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা স্টিয়ারিং কমিটি স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রের নিবাসী শিশুদের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ, তদারকি ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

অর্জন :

নিবাসী শিশুর শিক্ষা	নিবাসী শিশুর প্রশিক্ষণ	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
করোনা ভাইরাস জনিত কারনে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি । তবে ১৩টি কেন্দ্রে উক্ত অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহনযোগ্য পরীক্ষার্থী ১৬১ (ছেলে-৬৭ ও মেয়ে ৯৪) জন শিশু, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহনযোগ্য পরীক্ষার্থী ৬৪ (ছেলে-২২ ও মেয়ে ৪২) জন শিশু এবং এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহনযোগ্য পরীক্ষার্থী ১৬ (ছেলে-১০ ও মেয়ে ৬) জন শিশু।	বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৯৮৫ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	দক্ষ জনবল গঠনে ২০২০-২১ অর্থ বছরে শিশু সুরক্ষা ও শিশু অধিকার, কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা অনুশীলন, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, সরকারি শৃংখলা ও আচরণবিধি, সচিবালয় নির্দেশমালা বিষয়ে মোট ১৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট উপকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৫২ জন।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবার চ্যালেঞ্জ

- শিশুদের বসবাসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নেই। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে ;
- ঠিকানাবিহীন পথ শিশুসহ ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য শিশুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় জটিলতা ;

- শিশুদের দ্রুত উদ্ধার, নিবাসী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা নেই;
- প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃত জনবল দিয়ে বর্তমানে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্মরত জনবলের চাকরীর স্থায়ীত্ব নেই;
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- কেইস ব্যবস্থাপনা, শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে বিশদ জ্ঞান অর্জন ;
- পদ ভিত্তিক সেবা প্রদানের দক্ষতা অর্জন ;
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ করার দক্ষতা অর্জন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

ক্রম	কার্যক্রম/লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	উপকারভোগী শিশু	২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩টি কেন্দ্রে মোট ১৩৫১ জন (৭৩২ জন ছেলে শিশু ও ৬১৯ জন মেয়ে শিশু) নতুন শিশু নিবন্ধিত হয়েছে।
২.	পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	১৩ টি কেন্দ্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনগ্রহণ যোগ্য ২৪১ জন শিশু বর্তমান ছিল। তবে করোনা ভাইরাস জনিত কারনে উক্ত বছরে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি ।
৩.	পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসনকৃত শিশু	২০২০-২১ অর্থবছরে কেন্দ্রসমূহে ১২৮৭ (৭৫৪ জন ছেলে শিশু ও ৫৩৩ জন মেয়ে শিশু) জন শিশুকে তাদের পরিবার/ নিকট আত্মীয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।
৪.	শিশু অধিকার জনসচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অভিভাবক সভা, কমিউনিটি সভা, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এর জনবল পরিস্থিতি:

দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্য পদ
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	১৩ জন	১০১ জন	১৭২ জন	আউটসোর্স জনবল ১১৩ জন	০৯ জন	৬৬ জন	১১৫ জন	দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক ৭৪ জন	৯৫টি
মোট	২৮৬+১১৩=৩৯৯টি (প্রেষণে ০১টি)				১৯০ জন ও ৭৪ জন শ্রমিকসহ=২৬৪ জন				৯৫টি
					বর্তমানে পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারী ১২২ জন এবং মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী ৬৮ জন।				

৭.৮ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- ১৬০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে আত্মকর্মসংস্থান এর মাধ্যমে সমাজের মুলস্রোত ধারায় অবদান, পরিবারিক স্বচ্ছলতা আনা, বাল্যবিবাহ রোধ, স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া রোধ ও শিশুশ্রম থেকে রক্ষার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা (CCT) প্রদান করা হয়েছে। ১ম কিস্তিতে প্রতিজন শিশুকে ১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা হারে প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড কালীন শিশু উন্নয়ন থেকে জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ৪৬৮ জন নিবাসীকে জরুরী পরিস্থিতিতে পরিবারে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় সহায়তা, পরিবারভিত্তিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণে পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনঃঅপরাধ সংঘটন রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপে মাতাপিতার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১ম কিস্তিতে প্রতিজন শিশুকে ১০,৫০০/- (দশহাজার পাঁচশত) টাকা হারে প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২৭০ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST) প্রদান পরবর্তী তাদের পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) করা হয়েছে।।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী ও প্রকল্পের সমাজকর্মীহ মোট ১৬৯ জনকে ৩দিনব্যাপী কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৫ টি শিশুকল্যাণ বোর্ড মিটিং আয়োজনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, এসব সভায় মোট ৬২৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।
- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৭৪ টি মাসিক কেস কনফারেন্স সভার আয়োজন করা হয়েছে, এসব সভায় মোট ৫১২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।
- সিএসপিবি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা, দিক নির্দেনা প্রদান ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য zoom Platform এর মাধ্যম ১২ টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় মাঠ পর্যায়ের সকল সমাজকর্মী, সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলর, প্রকল্পের কর্মকর্তা, ইউনিসেফ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিশুদের মানবিক চাহিদা পূরণের কল্পে ৩টি কেন্দ্রের (কমলাপুর, গাবতলী ও সদরঘাট) মাধ্যমে কেন্দ্রে অবস্থানরত পথ শিশুদের তিনবেলা খাবার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা , আর্ট ও মিউজিক সেশনসহ তাদের নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। অব্যাহতভাবে এসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে ইতোমধ্যে ১,৬৩৯ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৬৭ জন শিশুকে পরিবারে পুনঃএকীকরণ করা হয়েছে।
- সুবিধাবঞ্চিত ও পিতৃ-মাতৃহীন, শিশুদের সনাক্তকরণ, পুন:একীকরণ ও পুনর্বাসনসহ অন্যান্য কাজে শিশুদের সুরক্ষার নিমিত্ত নতুন ১৫১ জন সমাজকর্মীকে প্রকল্পের কর্মএলাকায় নিয়োগ পূর্বক পদায়ন করা হয়।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ডাটাবেজ প্রস্তুত ও তাদের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত সেবা প্রদানের জন্য অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট সফট ওয়্যার আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান আছে।

"চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮" কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যঃ

- ২৯০ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে।
- ৩৮৭৯ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে, স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ১২৫০ জন শিশুর নির্যাতনের তথ্য পাওয়া গিয়াছে।

- ২০৮৫ জন শিশুকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৮২১৯৬ জন শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান হয়েছে।
- ১৩৮৫২ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারী,বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহণের জন্য যোগযোগ/ লিংক করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ১২১৪০ জন শিশুকে মনোবিজ্ঞান সেবা/ কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৫৭৬৬৪ জন শিশুকে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতন, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১	সুবিধাবঞ্চিত শিশু সুরক্ষা	৯৫২০ জন	১২২৯.৮১	১৯১৯২৮ জন (চাইল্ড হেল্পলাইন - ১০৯৮ সেবা সহ)	১২০৯.৩৬

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ

৮.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

৮.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিবাসীদের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলো "**ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন-২০১১**" এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন;
- বিশেষ আদালতের ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি;
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিষ্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিক তার উন্নয়ন;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা;
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- ফলোআপ;

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি)

- ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসী- ৫৯ জন।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের জুন/২০২১ পুনর্বাসন-৩৩৬ জন।
- শুরু থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত পুনর্বাসন-৫৩,৭৩৯ জন।

কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সেবায় চ্যালেঞ্জ

- সকল সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। ফলে আসন সংখ্যা অনুযায়ী নিবাসী ভর্তি করা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মাত্র একটি হওয়ায় বেশির ভাগ মানসিক প্রতিবন্ধীদের সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে দেওয়া হয়। ফলে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রের যে মূল লক্ষ্য তা বাস্তবায়ন করা সঠিকভাবে সম্ভব পর হচ্ছে না।
- সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে নিজস্ব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কারিকুলাম থাকলেও নির্দিষ্ট বয়স ও সময়সীমার জন্য নিবাসীদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া ব্যাহত হচ্ছে।
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্বল্পতা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের নিবাসীদের আয়বর্ধক কর্মসূচির স্বল্পতা/ সীমাবদ্ধতা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের নিবাসীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের স্বল্পতা/ সীমাবদ্ধতা।
- বাবুর্চি ও কেয়ারগিভারের পদ না থাকা।

৮.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :

- যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধার।
- উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা।
- উদ্ধারকৃতদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান।
- নিবিড় কাউন্সেলিং ও মনিটরিং এর মাধ্যমে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বিবাহ কিংবা প্রকৃত অভিভাবক, নিকট আত্মীয় অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ও কেইস ওয়ার্কারের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বৈধ অভিভাবকের হেফাজতে মুক্তি প্রদান।

মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে প্রভাব :

- স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন এবং পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ও দারিদ্র" নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি) :

- ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ১,৫৯১ জন।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের জুন/২০২১ পুনর্বাসন - ৩৫ জন
- শুরু থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট পুনর্বাসন -১,৩০৪ জন।

৮.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম):

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) নিরাপত্তা হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ৬টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৪৬০ এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২১) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৫৯ জন।

সেবাসমূহ:

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন;
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন;
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্ট'এ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা;
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন

৯.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

৯.১ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী থাকাকালিন সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক, সমাজ সেবক, লেখক জনাব হেলেন কেলার-কে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই থেকে বাংলাদেশে সমাজ সেবার পথচলা। ১৯৬২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পি,এইচ,টি,সি সেন্টার) শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের ৩ (তিন) টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যথা:

(১) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ব্লাইন্ড এন্ড পার্শ্বিয়েলী সাইটেড,

(২) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ডেফ ও

(৩) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা মেন্টালী রিটার্ডেড

এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মুখসহ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জায়গার পরিবর্তে ঢাকার মিরপুরসহ-১৪ নম্বর সেকশনে ৬.০০ (ছয়) একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষিণ এশিয়ার মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

মূল উদ্দেশ্য

এদেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ হচ্ছে প্রতিবন্ধী । এদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান করে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূত করা এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য।

কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ

ক) **বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ:** জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ অবস্থিত। এ কলেজে বিশেষ শিক্ষায় দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ১০৫ আসন বিশিষ্ট এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস. এড) ও ১০৫ আসন বিশিষ্ট মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এম.এস.এড) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এ কলেজের ল্যাবরেটরি স্কুল হিসেবে তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বুদ্ধি, বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি) এবং একটি মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ৪ টিতে ৪০১ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ৭ (সাত) টি আবাসিক হোস্টেল এবং বি.এস.এড প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সহ মোট ৮ (আট) টি হোস্টেল রয়েছে। এ কেন্দ্রে বর্তমানে ৬১১ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

খ) **রিসোর্স সেকশন:** প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রমকে সহজ, সাবলীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে রিসোর্স সেকশনের ৩টি শাখা যথাক্রমে, টিচিং এইড, হিয়ারিং এইড এবং লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরির এ শাখায় প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের প্রায়ই ৫ হাজার বই ও সাময়িকী রয়েছে । এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রভাষক, অতিথি বক্তা ও প্রশিক্ষণার্থীসহ কেন্দ্রের সকল শ্রেণির পাঠকের পাঠ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে । টিচিং এইড শাখায় বুদ্ধি , শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ক্রয় ও বিতরণসহ বিভিন্ন উপরকরণের প্রাথমিক মেরামতের ব্যবস্থা রয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও এ দুটি শাখার কর্মকর্তাগণ কলেজের ব্যবহারিক ক্লাসে সহযোগিতা প্রদান ও বি এস এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করে থাকেন।

গ) প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম: বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে ৪টি মডেল বিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধাসহ ৭ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি এসএসসি পর্যন্ত চালু আছে। এ বিদ্যালয়গুলো বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বি এস এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান অনুশীলনের জন্যে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র /ছাত্রীর গবেষণার (থিসিস) কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬-১১ বছরের মৃদু ও মাঝারী পর্যায়ের যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুলে ভর্তির জন্যে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ফরম বিতরণ করা হয়। তবে, এসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত শিশুরা আসন শূন্য সাপেক্ষে সংশিষ্ট স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা খরচে ভর্তি হতে পারে।

ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	অনুমোদিত আসন সংখ্যা	বর্তমানে অনাবাসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		বর্তমানে আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		বর্তমান স্কুলে অধ্যয়রত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
০১	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫০	ছাত্র ২৮	ছাত্রী ১৩	ছাত্র ২২	ছাত্রী ১০	৭৩
০২	সরকারি শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	প্রাইমারী ৭০ মাধ্যমিক-৮০	ছাত্র ৬৬	ছাত্রী ৩৯	ছাত্র ৯৪	ছাত্রী ৫৯	২৫৮
০৩	সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	৭০	ছাত্র ১০	ছাত্রী ১০	ছাত্র ৩০	ছাত্রী ২০	৭০
মোট		২৭০	১০৪	৬২	১৪৬	৮৯	৪০১

*** অতিরিক্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩১ জন।**

১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ৫০ তবে বর্তমানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৩। এর মধ্যে ২২ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী ৪১ জন অনাবাসিক, ছেলে ২৮ জন মেয়ে ১৩ জন । এ বিদ্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে উপযোগী বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এদের কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম হতে কিছুটা সহজ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি , স্পিচ থেরাপী ও অকুপেশনাল থেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

২) শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের আবাসিক মোট আসন সংখ্যা ১৫০। এর মধ্যে ৯৪ জন ছেলে ও ৫৯ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। ১০৫ জন অনাবাসিক (ছেলে/মেয়ে) ভর্তি আছে। এ বিদ্যালয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে যোগাযোগের জন্যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ইশারা ভাষা, সার্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি । তাছাড়া এদের কথা বলার প্রশিক্ষণ ও হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠদানে ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম অনুসরণে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ৭০। তন্মধ্যে ৩০ জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাকী ২০ জন অনাবাসিক । এখানে ১ম - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম অনুসরণ করে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ, গণিত শেখার জন্যে এবাকাস, টেইলর ফ্রেমের ব্যবহার ও নিরাপদ চলাচলের জন্যে ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি, সাদাছড়ি ব্যবহার, সাইটেড গাইড প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য কার্যক্রম :প্রতিবন্ধীদের শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য লেখা পড়ার পাশাপাশি মেধা বিকাশমূলক কো-কারিকুলাম এ্যাক্টিভিটিস নিয়মিত সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, আর্ট, পেইন্টিং, চিত্রাংকন, শরীর চর্চা, স্কাউটিং ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অত্র কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের অভিভাবকদের পরামর্শমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- এটি বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১০৫ আসন বিশিষ্ট মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এম.এস.এড) ডিগ্রী চালু হয়েছে। যেখানে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক সহ ৪৩ টি নতুন জনবলের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।

- ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) কোর্সটি পূর্বে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছিল। ২০১৯ সাল হতে ১০৫ আসনে উন্নীত করা হয়।

- কেন্দ্রের আওতাধীন সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশেষায়িত কলেজ (এইচ এস সি) চালুর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে যা আগামী শিক্ষাবর্ষে কার্যক্রম শুরু হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে বিদ্যমান দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (মেয়েদের) বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে (এস,এস,সি) তে উন্নীত করার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত "বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ" এ ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) কোর্সের ১০০ আসন বিশিষ্ট সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে ৩ (তিন) মাস ব্যাপী স্বল্প মেয়াদী "ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতির" প্রশিক্ষণ শিরোনামে ২ টি কোর্স চালু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- বিএসএড কোর্সে বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিভাগের সাথে নতুন করে অটিজম বিভাগ চালুকরনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

ঘ) শিক্ষা পদ্ধতি " জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের স্কুলগুলোতে সাধারণ স্কুলের মত ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার প্রজলিত কারিকুলাম হতে কিছুটা সহজ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। এখানে ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। যেমন-

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের-বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থিওরি, ওয়ার্ক এনালাইসিস, মডেলিং, চেইনিং,শেইপিং,

- প্রম্পটিং,রিইনফোর্সমেন্ট,প্লে -থেরাপী, মিউজিক থেরাপী ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

- প্রতিটি ছাত্রের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (আই.ই.পি) তৈরি করা হয়।

- শারীরিক সমস্যা গ্রস্থ শিশুদের জন্য নিয়মিত ফিজিওথেরাপি ও স্পীচ থেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

- বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইশারা ভাষা, সর্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি, এদের কথা বলা প্রশিক্ষণ ও

- হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া গণিত শিখানোর জন্য এবাকাস ও নিরাপদ চলাচলের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঙ) **শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম**_:প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে-

- কেন্দ্রের ৩টি বিদ্যালয়ের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্যে এ,ডি,এল (দৈনন্দিন কার্যাবলী) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্কুলে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ- আর্ট, পেইন্টিং, সেলাই, ব্লক প্রিন্ট, হ্যান্ড গ্লাস পেইন্ট, কাটিং, পেস্টিং, স্বাস্থ্য ও যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে।
- মানসিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে একজন অভিজ্ঞ সংগীত শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত সংগীত শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের অভিনয় ও নৃত্য এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আবৃত্তি ও গল্প বলা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে । এর জন্য একটি বড় খেলার মাঠ রয়েছে এবং একজন অভিজ্ঞ শরীরচর্চা শিক্ষক আছেন। তাছাড়া স্কাউটিং বিষয়ে কেন্দ্রস্থ ৪টি বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকার স্কাউট প্রশিক্ষণ রয়েছে , যাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিবন্ধী শিশুদের বয়েজ স্কাউট ও গার্লস গাইড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চ) **হোস্টেল কার্যক্রম:** কেন্দ্রে মোট ২৩৫ জন বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে পৃথক পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি খরচে এদের খাবার, প্রসাধনী, পোষাক ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এদের তত্ত্বাবধায়নের জন্যে হাউজ প্যারেন্ট, মেট্রন ও এটেনডেন্ট রয়েছেন।

ছ) **চিকিৎসা সুবিধা** :কেন্দ্রের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে একজন খন্ডকালীন ডাক্তার ও একজন সার্বক্ষণিক নার্স (সিনিয়র স্টাফ নার্স) নিয়োজিত রয়েছেন।

জ) **যানবাহন সুবিধা:** কেন্দ্রের ৪টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেয়ার জন্যে ৩২ আসন বিশিষ্ট ১টি স্কুল বাস রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্যে ১টি সচল প্রাইভেট কার রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের সফলতা

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের একমাত্র সরকারি কলেজ হিসেবে অত্র কলেজ সারা দেশের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একবছর মেয়াদি বি এস এড কোর্সসহ স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে ২০২০ পর্যন্ত ব্যাচেল অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড) কোর্সের সমাপ্তকৃত ব্যাচের সংখ্যা ২৪ টি এবং এ পর্যন্ত ৫২৬ জন প্রশিক্ষণর্থী বি এস এড ডিগ্রী নিয়ে বিভিন্ন সরকারি, অসরকারি কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে ১০০ আসন বিশিষ্ট এমএসএড কোর্স চালু হয়। এছাড়া তিনটি বিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সাল হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১১৬১ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে আসছে। তাছাড়া অত্র কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাক - শ্রবণ, দৃষ্টি ও মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর প্রায় ২০ জন করে প্রতিবন্ধী শিশু প্রাথমিক সমাপনী , জেএসসি, এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে এবং শতভাগ উর্ত্তীন হচ্ছে। এ সব প্রতিবন্ধীরা অভ্যন্তরে প্রাক-প্রাথমিক ভকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে। তারা নিজেদের জীবনে, পরিবারে ও সমাজের উন্নয়নে সাধারণের ন্যায় সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে।

৯.২ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

প্রতিবন্ধী অন্যান্য শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ২০০০ সন থেকে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১২৫, তন্মধ্যে আবাসিক ৭৫ এবং অনাবাসিক ৫০। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১৮৯ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২১) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ২,১০৯ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা; বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপি, সাইকোথেরাপি ও স্পিচথেরাপি প্রদান; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৩ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৮১ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বরিশাল, আসন সংখ্যা-১১০ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২১) ১০২৪ জন পুনর্বাসিত হয়েছে।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন।

৯.৪ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় :

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর ও সিলেটে ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আসন সংখ্যা ৪০০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২১) ৩৩৮৩ জন পুনর্বাসিত হয়েছে।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;

- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ পোষণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন।

৯.৫ পি,এইচ,টি, সেন্টার

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পি,এইচ,টি,সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টিসহ মোট ২টি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত ৪টি পি,এইচ,টি,সেন্টার বিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ৫৮০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২১) ৮ হাজার ৭৪৭ জন পুনর্বাসিত হয়েছে।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং পুনর্বাসন।

৯.৬ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। বর্তমানে ৪৩৯ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসএসসি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান (Inclusive Education);
- ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
- বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন।

৯.৭ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টি,আর,সি,বি)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ট্রেড'এ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০টি। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৪৫ জন। এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ১১৮৫ জন।

সেবার বিবরণঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাঁশ, বেত, হাস-মুরগি প্রতিপালন এবং চলাচলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান;
- প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা; এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

৯.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

১৯৭৮ সনে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৭০ জন । এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ২ হাজার ৭০৪ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসা সেবা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ :
- প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন; পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান; এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা।

৯.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩৩৯। বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১৯৭৮ সন থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৩৩৯ জন।

সেবাসমূহ :

- প্রতিবন্ধীদের আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসা সেবা,
- খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন;
- প্রশিক্ষণ শেষে ৪,০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান ;
- কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন;
- পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান; এবং
- সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা।

৯.১০ ব্রেইল প্রেস

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরে একটি ব্রেইল প্রেস রয়েছে এ প্রেস'এর মাধ্যমে মূদ্রিত পুস্তকসমূহ বিনামূল্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এটুআই প্রকল্পের অর্থায়নে তিনটি ব্রেইল প্রিন্টারসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সন থেকে ২০১৬ সন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ২ হাজার ৪৪৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১ হাজার ৭০৭টি, তৃতীয় শ্রেণির ৫ হাজার ৪৫৯টি, চতুর্থ শ্রেণির ৪ হাজার ৭৯৭টি, পঞ্চম শ্রেণির ৪ হাজার ৬৫০টি, ষষ্ঠ শ্রেণির ১ হাজার ৯৬৬টি, সপ্তম শ্রেণির ১ হাজার ৫৪৪টি, অষ্টম শ্রেণির ১ হাজার ৪৬৩টি, নবম শ্রেণির ও দশম শ্রেণির ১ হাজার ৫০৩টি বইসহ সর্বমোট ২৫ হাজার ৫৪৭টি বই এবং ২,০০০ কপি ক্যালেন্ডার মূদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়।

৯.১১ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র

(ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম পা, ক্র্যাচ, ব্রেইল স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণ শক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও ইয়ার মোল্ড তৈরি হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের গ্রুপ হিয়ারিং এইড শ্রেণি কক্ষে প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

৯.১২ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের শিবচর, মাদারীপুর এবং দাউদকান্দি, কুমিল্লা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ০২ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন।

সেবার বিবরণঃ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপী, স্পীচথেরাপী ও সাইকোথেরাপী প্রদান;
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা;
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

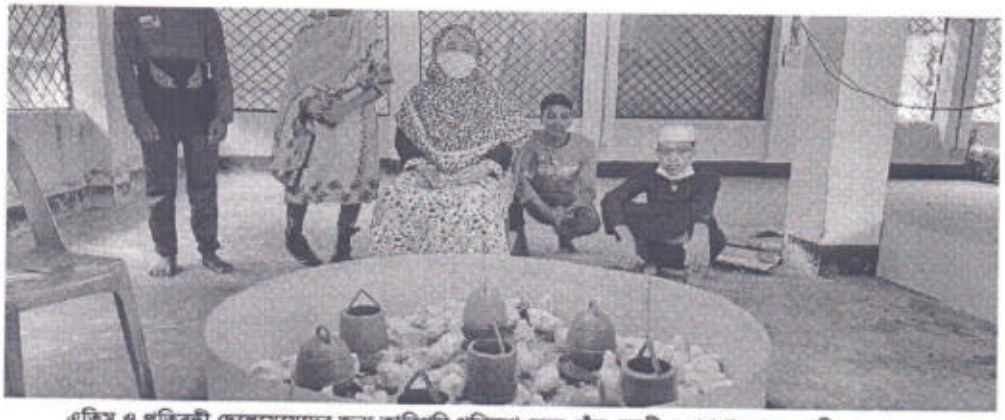

এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাঁস মুরগী ও পশুপালন-ব্যবহারিক সেশন

১০.০ গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত অনগ্রসর ও অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র, বয়স্ক, বিপন্ন শিশুদের পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশব্যাপী এসব কর্মসূচির বহুল প্রচার, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন, তথ্যপ্রবাহ ও জনসংযোগ সাধনে গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ কর্তৃক চালিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ ছাড়াও মুখপত্র মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা ও কার্যক্রমভিত্তিক পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্রুশিয়র প্রকাশ এবং জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করে থাকে। এছাড়া কার্যক্রম পরিচিতি, বাস্তবায়ন নীতিমালা, আইন-বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ মুদ্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১০.১ গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম হচ্ছে :

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ৫ টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- প্রচারণার লক্ষ্যে কার্যক্রমভিত্তিক টেলিভিশন স্পট/জিংগেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- টিভি স্ক্রলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত কর্মসূচির মূল্যায়ন ও তদারকির নিমিত্ত উপপরিচালক সম্মেলনের আয়োজন;
- বিভিন্ন পুরস্কার যেমন: একুশে পদক/স্বাধীনতা পদক/রোকেয়া পদক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য প্রদান;

- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণকৃত স্থির চিত্র সংরক্ষণ;
- সকল প্রচারণা কার্যক্রমের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইউটিউব, ফেসবুক পেইজ ও গ্রুপে আপলোড করা;
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ফ্লায়ার মুদ্রণ ও প্রকাশ;
- জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২১ উপলক্ষে ফ্লায়ার মুদ্রণ ও প্রকাশ;
- সমাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় G2P পদ্ধতিতে ভাতাভোগীদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে হিসাব খোলায় উদ্বুদ্ধ করতে ০৬টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অন এয়ার ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের, উদ্বুদ্ধকরণ, ভোগান্তি নিরসন ও সতর্কতামূলক গণ বিজ্ঞপ্তি ০৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে।
- ঢাকা জেলার ভাতাভোগীদের জন্য গণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।
- G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ভাতাভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপি মাইকিং ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর এর নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) এ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ ইত্যাদি।

১১.০ সমাজসেবায় ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে প্রণয়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১০ টিসহ এ পর্যন্ত ৫২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৫২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১	ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড
২	e-Learning and Training Management System
৩	বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪	"ফেরা" (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা)
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
৬	র‍্যাপিড কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৭	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন
৮	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং সেন্টার
৯	অ্যাপ: MyDSS (Contact Management System)

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১০	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে Volunteers Organization Management System and Mobile Apps
১১	উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজীকরণ এবং সহায়তা প্রদান
১২	শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজীকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান
১৩	ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট
১৪	সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল
১৫	সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান
১৬	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ "ম্যাজিক ব্যালেন্স"
১৭	'যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ মেলা' (হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দু:স্থ, অসহায় রোগীদের কল্যাণে)
১৮	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং
১৯	"প্রজন্ম বাঁচাই" শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন
২০	টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮
২১	ডিজিটাল আইডিসহ এটেনডেন্ট সিস্টেম
২২	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৩	মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৪	Disability Information System (DIS)
২৫	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ
২৬	শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সহজ বাস্তবায়ন
২৭	নিরাপদ মাতৃত্ব
২৮	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং
২৯	ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের 'হেলথ কার্ড' এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার প্রদান
৩০	শিশুর মনোসামাজিক উন্নয়নে 'প্রদীপ পাঠদান'
৩১	ভিডিও টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান সহজিকরণ
৩২	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৩৩	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সকল ভাতার লেমিনেটিং বই বিতরণ
৩৪	সরকারি শিশু পরিবারের 'মেধা লালন'
৩৫	আলোকিত শিশু
৩৬	স্বপ্ন পূরণ বক্স
৩৭	ব্রেইল এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কক্ষ নির্দেশিকা এবং নেইম প্লেট
৩৮	প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা
৩৯	প্রবীণ ভাতাভোগীর বই রিপ্লেস: শ্রদ্ধা
৪০	শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম
৪১	ডিএসএস ই-লাইব্রেরি
৪২	সংকল্প: দেখবো এবার জগৎটাকে
৪৩	"স্বয়ংক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম"
৪৪	প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সহজিকরণ "সুবর্ণ নাগরিক"

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
৪৫	"অনলাইন নিবাসী ব্যবস্থাপনা"
৪৬	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজিকরণ 'স্বপ্ন বুনন'
৪৭	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট মঞ্জুরী সহজিকরণ "প্রতিপালন"
৪৮	ছোট মনি নিবাসের শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ সহজিকরণ "আপন পরিবার"
৪৯	নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক পরিচয়পত্র প্রদান "স্বেচ্ছাসেবক"
৫০	বয়স্ক এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম উপকারভোগীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিমিত্ত "হেলথ কার্ড"
৫১	অভ্যন্তরীণ সেবা গুদাম, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন সেবা সহজিকরণ "ইনভেন্টরি এন্ড সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম"
৫২	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস সহজিকরণ

১২.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প:

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৫৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি নতুন অনুমোদিত। ৫৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ৪৩৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ৪৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ২২৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে জিওবি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৬২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত ৪৩৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০৭ কোটি ১২ লক্ষ ০৪ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৭০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

১২.১ <u>সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প</u> : (০৮টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়
১.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২২)	২৯৯.০০	০.৭৯
২.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২২)	১০৭৮.০০	৮৬৯.৯৬
৩.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই/১৭- ডিসেম্বর/২০২২)	১৫০০.০০	১২৫৩.৬৮
৪.	এস্টাবলিশমেন্ট অব সোসাল সার্ভিসেস কমপেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৭-জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২৩)	১২০৭৭.০০	৮০৫৭.৬৮

৫.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন/২৩)	৭৩.০০	৩৫.৯৫
৬.	দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২)	১৭৫.০০	২১.৮৭
৭.	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২২)	৯৫.০০	২৩.৪০
৮.	সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা প্রকল্প (ফেইজ-১) (মে, ২০২০ - জুন, ২০২৩)	০.০০	০.০০
	মোট=	১৫২৯৭.০০	১০২৬৩.৩৩

১২.২ <u>সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প</u> : (৪৩টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২১)	৪৭৮.০০	৪৭৮.০০	-	১৬৪.০৫	১৬৪.০৫	-
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৫- জুন/২১)	৪০৪.০০	৪০৪.০০	-	৩৫০.৫০	৩৫০.৫০	-
৩.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ- সিআরপি, মানিকগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৭ - জুন/২০২১)	৭৬.০০	৭৬.০০	-	৭০.৭৩	৭০.৭৩	-
৪.	আমাদের বাড়িঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৬- জুন/২০২১)	৪৬৪.০০	৪৬৪.০০	-	৩৮২.৯৯	৩৮২.৯৯	-
৫.	গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর-এ গ্লুকোমা, রেটিনা ও কর্ণিয়া সাব-স্পেসিয়ালটি ইউনিট স্থাপন (জানুয়ারি/১৮ - জুন/২০২১)	৬৩১.০০	৬৩১.০০	-	৬২৯.৮৬	৬২৯.৮৬	-
৬.	বিশ শয্যা বিশিস্ট পীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ,ঠাকুরগাঁও (জুলাই/১৭- জুন/২১)	৪১৭.০০	৪১৭.০০	-	৩৯৫.০১	৩৯৫.০১	-
৭.	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-
৮.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	৬৬০.০০	৬৬০.০০	-	৬৫৭.১৪৪	৬৫৭.১৪৪	-
৯.	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২১) (প্রস্তাবিত জুন/২০২২)	৬০০.০০	৬০০.০০	-	২০০.০০	২০০.০০	-
১০.	কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত	৯৫০.০০	৯৫০.০০	-	৬৫০.০০	৬৫০.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
	হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২০২৩)						
১১.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১) (মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	১০০.০০	১০০.০০	-	০.০০	০.০০	-
১২.	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসুচি (জানুয়ারি/২০১৮ - জুন/ ২০২১)	১৪৫.০০	১৪৫.০০	-	১২৪.৯৫	১২৪.৯৫	-
১৩.	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২১)	৯৩৭.০০	৯৩৭.০০	-	৭৭৩.০০	৭৭৩.০০	-
১৪.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (এপ্রিল /২০১৮ হতে জুন/২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৪৪৭.৫০	৪৪৭.৫০	-
১৫.	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	১০০১.০০	১০০১.০০	-	৭৩০.১৮	৭৩০.১৮	-
১৬.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	৬৬১.০০	৬৬১.০০	-	৫৮৫.০০	৫৮৫.০০	-
১৭.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২২)	৩০১.০০	৩০১.০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০	-
১৮.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	১০০০.০০	১০০০.০০	-	৫০০.০০	৫০০.০০	-
১৯.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০) (প্রস্তাবিত জুন/২০২১)	১০০.০০	১০০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২০.	৮টি বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখি প্রশিক্ষণ (সংশোধিত) (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১৬৭.০০	১৬৭.০০	-	১৬৬.৭৯	১৬৬.৭৯	-
২১.	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন ২০২১)	১০২৬.০০	১০২৬.০০	-	১০১৪.১৩	১০১৪.১৩	-
২২.	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৭০.০০	৭০.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
	(ডিসেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১)						
২৩.	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২১)	৭১৮.০০	৭১৮.০০	-	৭১৬.৮৪	৭১৬.৮৪	-
২৪.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৫০.০০	৫০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২৫.	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিবত জুন ২০২২)	৩০০.০০	৩০০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২৬.	দেশের ৫টি জেলার দুস্থ, বিধবা ও এতিম মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১)	১৯৮৬.০০	১৯৮৬.০০	-	১৯৮৩.২৭	১৯৮৩.২৭	-
২৭.	লালমনিরহাট জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১২০৩.০০	১২০৩.০০	-	১২০৩.০০	১২০৩.০০	-
২৮.	দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	-
২৯.	অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	১৬৯৯.০০	১৬৯৯.০০	-	১৬৪০.২১	১৬৪০.২১	-
৩০.	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৯৭০.০০	৯৭০.০০	-	৯৬৯.৭৬	৯৬৯.৭৬	-
৩১.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাগপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৯৩০.০০	৯৩০.০০	-	৯২৯.৯৫	৯২৯.৯৫	-
৩২.	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২০০.০০	২০০.০০	-	১৫৪.৯৩	১৫৪.৯৩	-
৩৩.	কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	১০০.০০	১০০.০০	-	০.০০	০.০০	-
৩৪.	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	১৭৯.০০	১৭৯.০০	-	০.০০	০.০০	-
৩৫.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে	৩০০.০০	৩০০.০০	-	০.০০	০.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
	শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)						
৩৬.	টেকসই গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২)	৪৪৭.০০	৪৪৭.০০	-	৩০.৪৯	৩০.৪৯	-
৩৭.	দু:স্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২০০.০০	২০০.০০	-	৫.৩৫	৫.৩৫	-
৩৮.	এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	৪০.০০	৪০.০০	-	১.১২	১.১২	-
৩৯.	চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৪০.০০	৪০.০০	-	৯.৩৫	৯.৩৫	-
৪০.	খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)	৪০.০০	৪০.০০	-	০.০০	০.০০	-
৪১.	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-
৪২.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-
৪৩.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	-
	মোট=	২২৩৫৬.০০	২২৩৫৬.০০	-	১৭৪৫৬.০০৪	১৭৪৫৬.০০৪	-

১২.৩ **বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়িত প্রকল্প**: (০২টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	চাইল্ড সেনসিটিভ সোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (জুলাই/২০১৭- ডিসেম্বর/২০২০) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২০২৪)	১৫৪০.০০	৪০.০০	১৫০০.০০	১৩৫৭.৭৮	৭.৭৮	১৩৫০.০০
২.	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	৪৭৯৬.০০	৫৬.০০	৪৭৪০.০০	১৬৩৪.৯০	৩৮.৩০	১৫৯৬.৬০
	মোট=	৬৩৩৬.০০	৯৬.০০	৬২৪০.০০	২৯৯২.৬৮	৪৬.০৮	২৯৪৬.৬০

১২.৪ সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ নেই:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
০১	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)
০২	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)
০৩	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)

১২.৫ সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১.	এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২১)
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৫- জুন/২১)
৩.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ- সিআরপি, মানিকগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৭ - জুন/২০২১)
৪.	আমাদের বাড়িঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৬- জুন/২০২১)
৫.	গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর-এ গ্লুকোমা, রেটিনা ও কর্ণিয়া সাব-স্পেসিয়ালটি ইউনিট স্থাপন (জানুয়ারি/১৮ - জুন/২০২১)
৬.	বিশ শয্যা বিশিস্ট পীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ,ঠাকুরগাঁও (জুলাই/১৭- জুন/২১)
৭.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)
৮.	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসুচি (জানুয়ারি/২০১৮ - জুন/ ২০২১)
৯.	৮টি বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখি প্রশিক্ষণ (সংশোধিত)
১০.	(জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)
১১.	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)

১২.৬ সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত ১৬টি প্রকল্পের নাম:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১.	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২২)	৭৩৯৮.৯১	৭৩৯৮.৯১	-
২.	সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা প্রকল্প (ফেইজ-১) (মে, ২০২০ - জুন, ২০২৩)	৫০০.০০	৫০০.০০	-
৩.	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর	২৪২৭.৬৩	১৯৩৯.৫৫	৪৮৮.০৮

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
	জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)			
৪.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাপপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৪৭২.৫৮	১৮৮৮.৬২	৫৮৩.৯৬
৫.	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৪৮৭.৭৮	১৯৭৬.০০	৫১১.৭৮
৬.	কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২৪৯৯.৭১	১৯৭৯.৬৯	৫২০.০২
৭.	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২২০৫.২১	১৭৬৩.২৯	৪৪১.৯২
৮.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)	২৭৭৬.৬১	১৯৯৯.৫৭	৭৭৭.০৪
৯.	টেকসই গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২)	৪৯২০.৯৮	৩৯৩৬.৯৮	৯৮৪.০০
১০.	দু:স্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২২৭৮.৩০	১৮২২.৬৪	৪৫৫.৬৬
১১.	এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২৫৬২.৫৭	১৯১৭.১৫	৬৪৫.৪২
১২.	চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	২৭৩৮.৬০	২১৮৯.৯৩	৫৪৮.৬৭
১৩.	খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)	৪১৪০.৬০	৩৩১১.৭৯	৮২৮.৮১
১৪.	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	২১৭৬.৬২	১৭৩৯.১০	৪৩৭.৫২
১৫.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)	২৮১৯.৭৮	২২৫৫.৫৩	৫৬৪.২৫
১৬.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	২৪৬২.০০	১৪৯৮.০০	৯৬৪.০০

১৩.০ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি:

- ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System) শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। গত ৫/১/২০১২ তারিখে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত এই ডাটাবেজ সফটওয়ার সিস্টেমে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩১৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত অনলাইন তথ্যভান্ডারে ২৩ লক্ষ ২ হাজার ১৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ৫/১/২০১৬ হতে Management Information System (MIS) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সর্বশেষ ৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত এই ডাটাবেজ সফটওয়ার সিস্টেমে প্রায় ৮৭ লক্ষ ৬৩ হাজার জন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরকে ডিজিটাল অধিদফতরে রূপান্তরের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা সমন্বয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের MIS (Management Information System) তৈরী এবং উক্ত MIS এর তথ্যভান্ডারে ৮৮.৫০ লক্ষ ভাতাভোগীর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" এর মাধ্যমে ৩৯টি জেলা এবং "বিকাশ" এর মাধ্যমে ২৩টি জেলার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস "নগদ" ও "বিকাশ" এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন।
- শিশু আইন, ২০১৩ এর আওতায় আসা শিশুর তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য যাচাই এবং যাচাইঅন্তে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। গত ২/১/২০১৬ হতে Case Management System এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- Financial Aid Management System (FAMS) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। এ কর্মসূচিটি সেপ্টেম্বর/২০১৭ সালে শুরু হয়। অনলাইন আবেদন লিঙ্ক www.welfaregrant.gov.bd।

- সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে Skill Development Training Management System (SDTMS) এই ই-সেবা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিটি জানুয়ারি/২০১৮ সালে শুরু হয়।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য মোট ৭৫৩ টি ইউনিট অফিসসমূহ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন করছে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রোগ্রাম, বেসরকারি সংস্থা ইপ্সা এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তক যৌথভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এর ব্যবস্থা করা হয়। এই টকিং বই ব্যবহারের পাইলটিং প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৪ টি পিএইচটি সেন্টার, ১ টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ইআরসিপিএইচ, টঙ্গী , গাজীপুরে ১ টিসহ মোট ০৬ টি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট এ সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি অনলাইনে www.dss.gov.bd ওয়েবএড্রেস এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং ও বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয়ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের বাজেট চাহিদা নিরূপণ ,আগামী ০২ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ণয়ের কাজটি বর্তমানে 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" (fmsdss.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কল গ্রহণকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৯৯।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার ও অভ্যন্তরে ০২ টি ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে সেবাপ্রত্যাশীদের সেবা সম্পর্কে অবহিতকরনের সুবিধার্থে সিটিজেন চার্টার, সরকারি সেবা সম্বলিত টিভিসি, জিঙ্গেল এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ICT & e-Governance শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতি জেলায় ০২ (দুই) জন করে ICT ফোকাল পারসন প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সকল সমাজসেবা কার্যালয়ে ই-ফাইলিং, ওয়েবসাইট, ই-সার্ভিস সিস্টেম ব্যবহার জোরদার হবে।
- নাগরিক সেবা সহজীকরণ উদ্ভাবনী কার্যক্রম বিকাশের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন ১০ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাছাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া সেবা সহজীকরণ উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক ০২ দিন ব্যাপী ০২ টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সেবাসমূহ ৫২টি ইনোভেশন আইডিয়ার মাধ্যমে দক্ষতা, দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনবান্ধব করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেধাবৃত্তি, মেধাপুল গঠনের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবারের শিশুরা উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিশু পরিবারসমূহ নতুনভাবে সুসজ্জিতকরণ; শিশুপরিবার ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নির্মিত আবাসসমূহ দৃষ্টিনন্দন ও মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য কোচিং সাইকেল চালু, ইন্টারনেটসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান এবং লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে।

১৪.০ জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত "মুজিববর্ষ" উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ:

১৪.১ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯ লক্ষ জন এবং বাজেট ২,৬৪০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৯৪০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

খ) বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতার সংখ্যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার জনে এবং বাজেট ১,০২০ কোটি হতে ১,২৩০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

গ) ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের ১১২ টি দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলার ভাতা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়।

ঘ) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৯৮ হাজার ৭৮২ জনসহ মোট ১৮ লক্ষ ভাতাভোগীকে মাসিক ৭৫০ টাকা হিসেবে ১,৬২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

১৪.২ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মোট আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মোট আর্থিক সহায়তা কর্মসুচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩০,০০০ জন এবং বাজেট ১৫০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

১৪.৩ ক্যাপিটেশন গ্রান্ট এর বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বেসরকারি এতিমখানা এর ক্যাপিটেশন গ্রান্ট এর মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ (দুই হাজার টাকা) এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৪০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

১৪.৪ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ এর বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের বরাদ্দের পরিমাণ ৭৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

১৪.৫ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধিকরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দের পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবছরে ১.৮২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

১৪.৬ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৭.১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

১৪.৭ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া ও জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ মোট ১০৩২ টি কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়।

১৪.৮ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) প্রকাশনা উৎসব

জাতির পিতার জীবন ও আদর্শ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে লালনের প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) প্রকাশনা উৎসব করার জন্য ১০০ সেট আত্মজীবনী (১ সেট আত্মজীবনী ৬ কপি হিসেবে মোট ৬০০ কপি) ব্রেইল বই মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) বিতরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১৪.৯ বিসিএস (সমাজসেবা) ক্যাডার করার উদ্যোগ গ্রহণ

বিসিএস (সমাজসেবা) ক্যাডার করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে খসড়া সার-সংক্ষেপ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪.১০ বঙ্গবন্ধু স্মরণে বঙ্গবন্ধু কুইজ/রচনা/সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

শিশুদের মাঝে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম পৌঁছে দেয়ার জন্য রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণের নিমিত্ত গঠিত উপকমিটি কার্যপরিধির আলোকে চূড়ান্তভাবে রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের নিয়ে মুজিববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন চলমান রয়েছে।

১৪.১১ শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব পল্লী সমাজসেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন গণমিলনায়তন কেন্দ্রসমূহে দু:স্থ, অসহায় ও বেকার নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশের ২২ টি জেলায় 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পল্লী সমাজসেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত শেষ পর্যায়ে আছে। ইতোমধ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের সংশোধিত নকশা পাওয়া যায়। নকশা এলজিইডির মাধ্যমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব পল্লী সমাজসেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে নাম সংশোধন করে শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব পল্লী সমাজসেবা প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কমপ্লেক্স রাখা হয়েছে। ২২টি জেলার পরিবর্তে সারাদেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। সে লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ প্রক্রিয়াধীন। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে ডিপিপি পুনরায় প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হবে।

১৪.১২ জরিপকৃত সকল প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ জনে এবং উক্ত খাতে মোট বাজেট এর পরিমাণ ১,৬২০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৪.১৩ স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা নারীগণের ডাটাবেইজ প্রণয়ন

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। সকল উপকারভোগীর ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও কর্মক্ষম বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বীকরণে গ্রাজুয়েশন স্কীম কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় সকল উপকারভোগীর মোবাইল হিসাব ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর হিসাব প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪.১৪ সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল ভাতা ই-পেমেন্ট (G2P) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরেই বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার ভাতাভোগীর ভাতার অর্থ G2P পদ্ধতিতে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়েছে ।

১৪.১৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কোরআন খতম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৫ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা ও সরকারি শিশু পরিবারের এতিম নিবাসীদের মাধ্যমে ১ লক্ষ কোরআন খতম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বার কোরআন খতম করা হয়েছে।

১৫.০ কোভিড-১৯ কালীন গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর আওতায় পরিচালিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর কিস্তি আদায় ০৩ মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়। ৯,৬৮,২৭৬ জন ঋণগ্রহীতাকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারণে স্থবির গ্রামীণ অর্থনীতি সচল করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়। ইতোমধ্যে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- করোনা ঝুঁকিহ্রাসে রাস্তায় বসবাসরত আশ্রয়হীন ও ভবঘুরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের ১৯৭ জনকে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়।

- ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে/ সংঘাতে জড়িত ৯২৮ জন শিশুর জামিন নিশ্চিত করা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন সময়ে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের এর মাধ্যমে অসহায় দুস্থ ২,৬৫,৪৭১ জন রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি ৮,৯৬,২৪,২৫৪ টাকার পুষ্টিকর খাবার, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর সহযোগীতায় ৬৪ টি জেলার দুঃস্থ কর্মহীন ২,৮০,৩৪৩ জন মানুষের মাঝে ৯,৩১,৪৭৯৯০ টাকা জরুরি খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

- সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন মাঠপর্যায়ের প্রায় ৫০ হাজার নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহকে করোনা প্রাদুর্ভাবজনিত অসহায় দুঃস্থ ও কর্মহীন নাগরিকগণের জন্য মানবিক সহায়তা বিতরণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রত্যাশীদের সচেতন করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ, অধীনস্থ সকল কার্যালয়ের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে সচেতনতামূলক পোস্টার ও বার্তাসমূহ ব্যা প্রচার করা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে পরিচালিত হচ্ছে। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কঠোর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা হয়েছে।

- ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার ক্রয়ের জন্য ০৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমণি নিবাসসহ সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে সার্বক্ষণিক অবস্থানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আবাসিক প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত নিবাসীদের সাথে বহিরাগত এবং অভিভাবকবৃন্দের সাক্ষাৎ এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং নিবাসীদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

25.10.21

মোছাঃ নাসরিন সুলতানা
সমাজসেবা অফিসার (আর ও)
গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, ঢাকা।

বন্দকার গোলাম সরওয়ার
সহকারী পরিচালক
গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

মোহাম্মদ রেজাউর রহমান
উপপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

২৫/১০/২১

সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।